রাঁচি, রবিবার
05:11:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>032 >>18 Kartik 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৩২ >> << ১৮ই, কার্ত্তিক ১৪৩০>>

থাইল্যান্ড ইরানে হামাসের সঙ্গে সরাসরি জিম্মি আলোচনা করেছে : বলছেন এক আলোচক

গাজা : থাই প্রতিনিধিদলের প্রধান বলেছেন, থাই কর্মকর্তারা ইসরাইলের ওপর ফিলিস্তিনি জঙ্গি হামলায় যে ২২ জন থাই নাগরিককে জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস জিম্মি করে রেখেছে তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে সে সম্পর্কে গত সপ্তাহে ইরানে হামাসের সঙ্গে তারা সরাসরি আলোচনা করেছেন। আরিপেন উত্তরাসিন বুধবার ব্যাংককে সংবাদদাতাদের জানিয়েছেন, আলোচকরা ২৬ অক্টোবর তেহরানে জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, সঠিক সময়ে থাই নাগরিকদের মুক্তি দেওয়া হবে। ইসরাইলী কর্তৃপক্ষ বলছে, গাজা ভূখণ্ড থেকে জঙ্গি দল হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলায় ১৪০০ লোক নিহত হয় যাদের বেশীরভাগ অসামরিক মানুষ লোক । তা ছাড়া হামাস ২৩০ জনেরও বেশি লোককে জিম্মি করে। ঐ হামলার জবাবে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী গাজায় আক্রমণ চালিয়েছে। হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, গাজার ৮ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

বাজার দর
SENSEX : 64363.78 +282.88
NIFTY : 19230.00 +97.35

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	16.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .08 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .56 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

ইসরাইলের জন্য ১৪৫০ কোটি ডলার সামরিক সহায়তা অনুমোদন করেছে প্রতিনিধি পরিষদ ভেটো দেয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বাইডেন

নিউ ইয়র্ক : হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে চলমান যুদ্ধে, বৃহস্পতিবার ইসরাইলের জন্য ১৪৫০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা অনুমোদন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ। তবে, এই পদক্ষেপের বিপক্ষে ভেটো দেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এর কারণ, এর সঙ্গে সম্পর্কিত শর্ত ও অন্যান্য প্রশাসনিক অনুরোধ সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে এই বিল। প্রতিনিধি পরিষদের নতুন স্পিকার মাইক জনসন এই সহায়তা প্যাকেজের ক্ষেত্রে গতানুগতিক পথ অবলম্বন করেন। তিনি অন্যান্য সরকারি ব্যয় কমিয়ে, এই জরুরি সহায়তার জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করেন । তার এই ভোট কৌশল, দলীয় ভাবে প্রতিনিধি পরিষদকে ব্যাপক ভাবে বিভক্ত করে দিয়েছে। বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ২২৬ জন সদস্য, বিপক্ষে ভোট পড়েছে ১৯৬টি। গত সপ্তাহে স্পিকার পদে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে এটাই রিপাবলিকান জনসনের প্রথম বড় আইন বিষয়ক পদক্ষেপ। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য লুইজিয়ানা থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন জনসন। তিনি বলেন, আমরা যখন দায়িত্বপূর্ণ ব্যয় নিশ্চিত করতে এবং ফেডারেল সরকারের ব্যয় হ্রাসে কাজ করবো তখন এই বিল ইসরাইলকে সাহায্য করবে।
রিপাবলিকানদের এই বিলে গাজার জন্য কোনো মানবিক সহায়তার কথা উল্লেখ করা হয়নি।
বাইডেন জানিয়েছেন, তিনি এই বিলে ভেটো দেবেন। আর, ডেমোক্র্যাট সদস্যরা বলেছেন, সিনেটে এই বিল পাস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।
হোয়াইট হাউস বলেছে, জনসনের এই পদক্ষেপ এক ঝুঁকিপূর্ণ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে এবং এই মুহূর্তের জরুরি চাহিদা পূরণ করতে তা ব্যর্থ। গাজার জন্য মানবিক সহায়তা না থাকায় বিলের নিন্দা করেছে হোয়াইট হাউস। আরো বলা হয়েছে যে এই বিল ইউক্রেন বা তাইওয়ানে সামরিক সহায়তা দিতেও ব্যর্থ হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে ঘৃণাজনিত অপরাধ বৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রে

নিউ ইয়র্ক : ইসরাইল ও হামাসের যুদ্ধ শুরু হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিবাদ বিরোধীতা ও ইসলামাতঙ্কের যেন ঝড় বইছে। আমেরিকান ইহুদি ও মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সংঘাতের মুখোমুখি এনে ফেলেছে এই যুদ্ধ। ইসরাইলের উপর হামাসের হামলার ফলে সংঘটিত সংঘাতের এক সপ্তাহ পরে, ১৪ অক্টোবর তারিখে শিকাগো শহরের বাইরে এক ৬ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি আমেরিকান বালককে ছুরি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়। এই বালককে মারাত্মকভাবে ছুরিকাঘাত করা ও তার মাকে আহত করার আগে সেই হামলাকারী চিৎকার করে বলে, তোমরা মুসলিমরা অবশ্যই মরবে। গত মাসে হিউস্টানে ২০ বছর বয়সী জর্ডান থেকে আসা এক আশ্রয়প্রার্থীকে গ্রেফতার করা হয়। এই তরুণ ইহুদিদের হত্যার সমর্থনে অনলাইনে পোস্ট করেছিল। আমেরিকান অ্যান্টি ডিফেমেশন লীগ বা এডিএল যুদ্ধের প্রথম দুই সপ্তাহে ইহুদিবাদ বিরোধী হয়রানি, ভাঙচুর ও হেনস্থার ৩১২টি ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। গত বছরে এই সময়কালে ঘটা এমন ঘটনার প্রায় পাঁচ গুণ বেশি এই সংখ্যা। উল্লেখিত দুই সপ্তাহে ৭৭৪টি অভিযোগ দায়ের করেছে কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশনস। গত বছর এই সময়কালে ঘটা এমন ঘটনার তিন গুণেরও বেশি এই সংখ্যা। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে যখন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডনাল্ড ট্রাম্প মুসলিমদের নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার পর থেকে এটাই সর্বোচ্চ। বেশিরভাগ ঘটনা ঘৃণাজণিত অপরাধের শ্রেণিতে পড়ে না। তবে, নিউ ইয়র্ক ও লস অ্যাঞ্জেলিসের মতো শহরগুলিতে পুলিশের তথ্য থেকে দেখা গেছে, ৭ অক্টোবরের পর থেকে ঘৃণাপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘৃণাজনিত অপরাধ ইতোমধ্যেই নজিরবিহীন মাত্রায় থাকায় এই বৃদ্ধি উদ্বেগজনক। ১৯৯১ সালে ঘৃণাজনিত অপরাধ তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল এফবিআই। গত বছর সর্বোচ্চ সংখ্যক এই ধরনের ঘটনা নথিভুক্ত করেছে এই সংস্থা।

অর্থনীতি ও অভিবাসন নিয়ে আলোচনার জন্য লাতিন নেতাদের সঙ্গে বাইডেনের বৈঠক

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) : অর্থনৈতিক সমস্যা ও অভিবাসন নিয়ে আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শুক্রবার হোয়াইট হাউসে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় নেতাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। চীন ও অন্যান্য বৈশ্বিক প্রতিযোগীদের মোকাবিলা করতে এই অঞ্চলে সম্পর্ক মজবুত করতে চান তিনি। শুক্রবারের এই জমায়েতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে বারবাডোস, কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, কোস্টা রিকা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, পেরু ও উরুগুয়ের নেতাদের।উপস্থিত থাকবেন মেক্সিকো ও পানামার প্রতিনিধিরাও।
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে আমেরিকার সহযোগিতা বা এপিইপি নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন এমন একটা সময় উদ্বোধন হতে চলেছে যখন গাজায় ইসরাইল হামাস সংঘাত ও রুশ আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে ইউক্রেনের লড়াই বাইডেনের বিদেশ নীতির আলোচ্যসূচিতে প্রাধান্য পাচ্ছে। পশ্চিম গোলার্ধে যে দেশগুলি অভিবাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে তাদের সহায়তা দিতে আন্তঃআমেরিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও বেসরকারি অনুদান দাতাদের নিয়ে নতুন অর্থনৈতিক উপায় ঘোষণা করবে যুক্তরাষ্ট্র। এর লক্ষ্য অর্থনৈতিক সমন্বয় সম্প্রসারিত করা এবং যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্তে অভিবাসন প্রত্যাশীদের আগমন রোধ করা। এমনটাই জানিয়েছেন জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।
এক জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলেছেন, দেশগুলি যখন অভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে সম্মিলিতিভাবে কাজ করছেতখন তারা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক গতিশীলতাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে যেঅঞ্চল প্রযুক্তি গ্রহণ ও বর্তমান প্রবণতার সুফল নেওয়ার ক্ষেত্রে সমগোত্রীয় দেশগুলির তুলনায় ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার আহ্বান জানিয়ে ইসরাইলের প্রতিরক্ষার অধিকারের ওপর জোর দিয়েছেন ব্লিংকেন

নিউ ইয়র্ক : শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাঃটনি ব্লিংকেন বলেন, ইসরাইলের নিজেকে রক্ষা করার জন্য অধিকার এবং বাধ্যবাধকতাকে যুক্তরাষ্ট্র দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তিনি এটিও জোর দিয়ে বলেন যে, ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য আরও কিছু করা প্রয়োজন। তেল আবিবে ব্লিংকেন বলেছেন, ইসরাইল হামাসকে পরাজিত করার জন্য যে অভিযান চালাচ্ছে এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে আমরা স্পষ্ট।এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি করা সঠিক এবং বৈধ।এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি করতে না পারলে হামাস এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হতে হবে।তাদেরকে যদি মানবিক বিপর্যয় গ্রাস করে এবং তাদের দুর্দশার প্রতি যদি উদাসীনতা প্রকাশ করা হয়, তবে শান্তির জন্য কোনো অংশীদার থাকবে না। শুক্রবার ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং তার সমর মন্ত্রিসভার সাথে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কুটনীতিক এই মন্তব্য করেন। ব্লিংকেন আরও উল্লেখ করেন, গাজার জন্য মানবিক সহায়তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা উচিত। তিনি বলেন, মিশর থেকে রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং দিয়ে প্রতিদিন ১০০ ট্রাক করে সহায়তা এখন ঐ এলাকায় প্রবেশ করছে, কিন্তু তা এখনো পর্যাপ্ত নয়। তিনি বলেন, ইসরাইল আভাস দিয়েছে, তারা এই অঞ্চলে সহায়তা বৃদ্ধি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, এই সমস্ত লক্ষ্য অর্জনে যুদ্ধে মানবিক বিরতি গুরুত্বপূর্ণ। ব্লিংকেনের সফর এমন সময়ে হচ্ছে যখন অধিকতর মানবিক সহায়তা যাতে গাজা শহরে প্রবেশ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে ইসরাইল হামাস যুদ্ধ থামানোর জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্যে ইসরাইলের স্থল সেনারা গাজা শহরকে ঘিরে রেখেছে। যদি অধিক পরিমাণে সহায়তা গাজা ভূখন্ডে প্রবেশের অনুমতি না দেয়া হয় তাহলে গাজায় মানবিক বিপর্যয়ের বিষয়ে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন সহায়তা সংস্থা। হামাসের হামলার পরপরই গাজায় সম্পূর্ণ অবরোধ আরোপ করে ইসরাইল। এটি এবং অবিরাম বিমান হামলার ফলে গাজায় খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং জ্বালানির অভাব দেখা দিয়েছে। গাজায় প্রায় ২৩ লাখ মানুষ বসবাস করে।

জনজাতি দাঙ্গা এই এলাকাকে জঙ্গি মুক্ত করতে গোয়েন্দা সূত্রে তথ্যসংগ্রহ করেছে সরকারি এজেন্সিগুলি

জনজাতি দাঙ্গা বিধ্বস্ত ভারতের মণিপুরে নতুন করে নিরাপত্তা বাহিনীর জঙ্গি দমন অভিযান শুরু

মণিপুর : উত্তরপূর্বে মণিপুরে মেইতেই কুকি জনজাতি দাঙ্গা শুরুর পর কেটে গেছে ছয় মাস। গত ৩ মে সেখানে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল। তিন মাস পরে এখনও এই রাজ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। সহিংসতা বাড়ার কারণে শুক্রবার ৩ নভেম্বর থেকে নতুন করে জঙ্গি দমন অভিযান শুরু করতে হচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীকে। ভারত মিয়ানমার সীমান্ত এলাকা মোরেহতে গত মঙ্গলবার ৩১ অক্টোবর জঙ্গি হামলায় একজন মহকুমা পুলিশ অফিসার নিহত হন। গুলিবিদ্ধ হন আরও দুই পুলিশ কর্মী। গোয়েন্দা সূত্রের খবর ওই এলাকা কার্যত জঙ্গিদের দখলে চলে গিয়েছে। গোয়েন্দা সূত্র অনুযায়ী জঙ্গিদের

মদত দিচ্ছে মিয়ানমারের একাধিক বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন। মোরেহর সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনায় মিয়ানমার জঙ্গিদের সক্রিয় ভূমিকা নজরে এসেছে ভারতের প্রশাসনের। বৃহস্পতিবার ২ নভেম্বর রাত পর্যন্ত মোরেহতে বিপুল সংখ্যায় নিরাপত্তা জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। সড়ক পথ ছাড়াও দুর্গম এলাকায় ছোট বিমান থেকে সেনা নামানো হয়। এই এলাকাকে জঙ্গি মুক্ত করতে গোয়েন্দা সূত্রে তথ্যসংগ্রহ করেছে সরকারি এজেন্সিগুলি। ছয় মাস পরেও মণিপুরের অন্যত্রও সহিংসতা বজায় রয়েছে। প্রশাসনের তরফে বক্তব্য, বিগত কয়েক দিন সাধারণ মানুষ বড় ধরনের হিংসা শিকার না হলেও পরিস্থিতি যে কোন সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, মোরেহর ঘটনায় তেমন ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ লুট হওয়া অস্ত্র অধিকাংশই এখনই উদ্ধার করা যায়নি।
সরকারি সূত্রের খবর গত ৩ মে জাতিদাঙ্গা শুরুর পর কুকি বহুল চূড়াইচাঁদপুর এবং মেইতেই প্রধান বিষ্ণুপুর ও পূর্ব ইম্ফল জেলার অস্ত্রাগার থেকে লুঠ হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের ৭৫ শতাংশ এখনই উদ্ধার করা যায়নি। প্রায় সাড়ে ছয় লাখ রাউন্ড গুলি জঙ্গিরা লুঠ করে। বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনার তদন্তে প্রশাসনের তরফে বলা হচ্ছে লুঠ হওয়া অস্ত্র ব্যবহার করছে দুই গোষ্ঠী।

বামনগোলায় মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচি

বামনগোলা : সারাদেশের সঙ্গে বামনগোলা ব্লকে শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচি । এই প্রোগ্রাম কে বাস্তবায়িত করতে ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনস্ত নেহরু যুব কেন্দ্র মালদা এর উদ্যোগে ও ডাকাত পুকুর স্টুডেন্ট স্পোর্টস ক্লাবের সহযোগিতায় মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ডাকাত পুকুরের রাধাগোবিন্দ মন্দির থেকে মাটি সংগ্রহ করে অমৃত কলস যাত্রাশুভ সূচনা হয়। বামনগোলা ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মহিলারা মাটি ও জল সংগ্রহ করেন। সংগ্রহ করা মাটি একটি বড় কলশিতে ঢালা হয়।প্রত্যেক ব্লক থেকে একজন করে যুবক মাটির কলস নিয়ে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

আজকের অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ , রাজ্য পুলিশের কর্মী, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বীরদের পরিবারদের সম্মান প্রদর্শন,শপথ গ্রহণ এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও রাষ্ট্রগান করা হয়। পাশাপাশি একটি ফুটবল খেলার আযয়োজন করা হয়।

আজকের প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সেক্রেটারি হরিপদ মাহাতো, ওয়ান ফাইভ নাইন ব্যাটেলিয়নের অ্যাসিস্ট্যাংট কমান্ড অশোক ধর্মা, ইন্সপেক্টর আর কে সয়েন, জে কে সিং , হেড কনস্টেবল সহ ৩৫ জন বিএসএফ আধিকারিক।

ক্লাবের সেক্রেটারি হরিপদ বলেন, 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' এবং হর ঘর তিরঙ্গাএর অঙ্গ হিসাবে দেশে বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। তাই সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'মেরা মাটি মেরি দেশ' কর্মসূচিও রাজ্যে সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে।দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কলশের মাটি দিয়ে যে অমৃত বাটিকা গড়ে তোলা হবে, তা অমৃতকালে শ্রেষ্ঠ ভারতের প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে।

সিকিমের বন্যার জলে ভেসে কোচবিহারে উঠল সেনাবাহিনীর মর্টার সেল

কোচবিহার : মেখলিগঞ্জের চ্যাংড়াবান্ধা বাইপাস এলাকায় ট্রাকে বোল্ডার বোঝাই করতে গিয়ে উদ্ধার হল মর্টার শেল। মর্টার শেল উদ্ধারের ঘটনায় রবিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা এলাকায়। জানা গিয়েছে,এদিন বাইপাস এলাকায় একটি বেড থেকে ট্রাকে বোল্ডার লোড দেবার সময় বিষয়টি নজরে আসে। এরপর মেখলিগঞ্জ থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে মর্টার শেল টি বালির বস্তা দিয়ে ঘিরে রাখে। ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদী থেকে বাংলাদেশে রপ্তানির জন্য এই স্থল বন্দরে বোল্ডার এনে মজুত রাখা হয়। মনে করা হচ্ছে সেখানেই জলের ভেসে আসা এই মর্টার শেল টি কোন ভাবে বোল্ডারের সঙ্গে চলে এসেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া' ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম র ৯৩ তম জন্মজয়ন্তীতে পুর নিগমের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

শিলিগুড়ি : ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী, যিনি 'ভারতের মিসাইল ম্যান' নামে পরিচিত। এই উপলক্ষে সারা দেশের সঙ্গে শিলিগুড়িতেও অনুষ্ঠানের আযয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামকে তাঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকীতে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে মেয়র গৌতম দেব পৌর কর্পোরেশনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে পৌর কর্পোরেশনে তার ছবিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ছুটির দিনে, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের BDO এবং যোগদান BDO এলাকায় সচেতনতা প্রচার চালায়

জলপাইগুড়ি : রবিবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের তরফে বিডিও এবং join বিডিও এবং ভিডিও অফিসের বেশকিছু আধিকারিক কর্মীরা পৌঁছে অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গৌরীহাট এলাকায় স্থানীয় প্রধান, পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে রবিবার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্যোগী হন। মানুষকে সচেতন করে নিজ নিজ এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার থাকার বার্তা দেন।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন প্ল্যান্ট সায়েন্সে দেশের মধ্যে ৯ম স্থান অর্জন করে শিলিগুড়িকে গর্বিত করেছে নয়নিকা

শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী নয়নিকা গুহ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন প্ল্যান্ট সায়েন্সে দেশে ৯ম স্থান অধিকার করেছে। এইভাবে নয়নিকা গুহ শিলিগুড়িকে সারা দেশে খ্যাতি এনে দিয়েছেন। আজ এই কৃতিত্বের জন্য নয়নিকাকে স্কুল পরিচালনা কমিটি একটি স্মারক ও ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানিত করেছে। শিলিগুড়ি উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির বৈঠক ।সেই সঙ্গে শিলিগুড়ি উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী নয়নিকা গুহ কে সংবর্ধনা প্রদান করা হলো । স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মেয়র গৌতম দেব তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন।

নকশালবাড়ি বাজারে আগুনে ভস্মিভূত একাধিক দোকান, ঘটনাস্থল পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি : নকশালবাড়ি বাজারে আগুনে ভস্মিভূত একাধিক দোকান, ঘটনাস্থল পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব।পুজোর আগে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে শিলিগুড়ি মাহকুমার নকশালবাড়ি বাজারে।আগুনে পুড়ে ছাই বাজারের একাধিক দোকান। পুজোর আগে এমন বিধ্বংসী আগুনে সব হারিয়ে মাথায় হাত এলাকার ব্যাবসায়ীদের।রবিবার রাতে নকশালবাড়ি বাজারে আগুন লাগে। প্রায় ৬৫ টি দোকান আগুনে পুড়ে গিয়েছে।রাতভর আগুন নেভানোর কাজ করেছে দমকল বাহিনী। সোমবার সকালেও দমকল কর্মীরা ছিলেন বাজারে। জানা গেছে রবিবার রাতে নকশালবাড়ি বাজারে একটি দোকানে আগুন লাগে। সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকানে।বিধ্বংসী আগুনে একের পর এক দোকান জ্বলতে থাকে।ব্যবসায়ীদের চোখের সামনে সারি সারি দোকান আগুনের গ্রাসে পুড়ে যায়।এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে দমকল পৌছালেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যায়। পুড়ে যাওয়া দোকানগুলির মধ্যে জামাকাপড় থেকে শুরু করে মুদিখানা, গিফট সহ বিভিন্ন সামগ্রীর দোকান রয়েছে।পুজোর দিন কয়েক আগে এমন আগুনে মাথায় হাত পড়েছে ব্যবসায়ীদের। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ব্যবসায়ীদের পরিবার। সোমবার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করতে সেখানে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

হোটেল বাউন্সার গৌরর মুখার্জীকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে উত্তেজনা ছড়ালো আলিপুরদুয়ার কোর্ট চত্বর

আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ারের হোটেল বাউন্সার গৌরর মুখার্জীকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে উত্তেজনা ছড়ালো কোর্ট চত্বর। সোমবার বেলা ১ টার দিকে প্রচুর যুবক কোর্ট চত্বরে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি নিয়ে ভীড় করতে থাকে।এরপর পুলিশ প্রশাসনের পক্ষথেকে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করাহয় কোর্ট চত্বর। রীতিমতো আলিপুরদুয়ারের আই.সি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য্যের সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পরিবারের সদস্যরা।উল্লেখ্য রবিবার গৌরব মুখার্জীর রক্তাক্ত গুলি বিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয় ডিম নদীর ব্রিজের সামনে ৩১ নং জাতীয় সড়কের ধারে।এরপর পুলিশ তদন্তে নেমে পাঁচ জন যুবককে গ্রেফতার করে।যার মধ্যে মূল অভিযুক্ত লিটন সরকার রয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর লিটন মদ্যপ অবস্থায় সামান্য বচসাতেই লাইসেন্স প্রাপ্ত রিভলবার দিয়ে গুলি করে।এই মুহুর্তে কোর্ট চত্বর দারুণ ভাবে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

রাজ ঐতিহ্য মেনে দ্বিতীয়ার দিন বড়ো দেবীর দেউ দেখা সম্পুর্ন হলো বড়দেবী মন্দিরে

কোচবিহার : রাজ ঐতিহ্য মেনে দ্বিতীয়ার দিন বড়ো দেবীর দেউদেখা সম্পুর্ন হলো বড়দেবী মন্দিরে। সোমবার সকালে নিয়ম নিষ্ঠা মেনে বড়ো দেবীর মন্দিরে দেউ দেখা সম্পূর্ণ হয়। এদিন এই বিশেষ রীতিতে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা সহ দুয়ার বক্সি থেকে শুরু করে আরো অন্যান্যরা এবং প্রচুর ভক্ত প্রাণ মানুষ সেখানে ভিড় জমান। রাজ আমলের রীতিনীতি মেনেই বড়ো দেবীর পূজো হয়ে থাকে প্রত্যেক বছরই। দেউ দেখার মাধ্যমে এই পূজো সম্পন্ন হওয়ার পর অভয় কুমার বক্সী জানান, রাজ ঐতিহ্য এবং পরম্পরা কে প্রাধান্য দিয়ে ৫০০ বছরেরও বেশি পুরোনো এই পুজোয় গোটা কোচবিহার সহ নিম্ন আসাম এবং পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষ একত্রিত হন প্রতিবছর।প্রতিপদ থেকে ঘট স্থাপনের মাধ্যমে বড়ো দেবীর পূজোর সূচনা হয়েছে।

ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে বিশেষ সাফাই অভিযান চালালো মালদা জেলা প্রশাসন এবং মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

মালদা : ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে বিশেষ সাফাই অভিযান চালালো মালদা জেলা প্রশাসন এবং মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সোমবার যৌথভাবে এই সাফাই অভিযান চালানো হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বর এলাকায়। সাফাই অভিযানে হাত লাগান অতিরিক্ত জেলা শাসক বৈভব চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা শাসক জামিল ফতেমা জেবা, মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থ প্রতিম মুখোপাধ্যায়, সরকারি অধ্যক্ষ সহ অন্যান্যরা। এদিন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবন, জরুরি বিভাগ, আউটডোর বিভাগ সহ একাধিক এলাকায় এই সাফাই অভিযান চালানো হয়।

পণ্যবাহী ট্রাক ও পিকআপ ভ্যান চালকদের হয়রানি এবং বেআইনি ভুটভুটি বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ ডেপুটেশন মাথা ভাঙ্গায়

মাথাভাঙ্গাঃ পণ্যবাহী ট্রাক পিকআপ ভ্যান চালক তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়ন এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি নিয়ে মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করলো। মাথাভাঙ্গা শহরের একটি মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পরে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক আলিজা র রহমান, ফজরু ল হক ,রফিক আহমেদ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা তাদের অভিযোগ পণ্য পরিবহনকারী পিকআপ ভ্যান চালকদের গাড়ির কাগজপত্র ঠিক থাকলেও সামান্য কিছু মালামাল ওভারলোডিং এর অজুহাত দেখিয়ে এমভি আই এবং পুলিশ অতিরিক্ত জরিমানা করছেন এক্ষেত্রে যাহা একজন সামান্য চালকদের ক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভব নয়। তাদের দাবি মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে প্রশাসনকে। তাদের আরো দাবি দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে প্রশাসন এবং পরিবহন দপ্তরকে নাকের ডগায় ভুটভুটি কর্ণ পরিবহন করা হচ্ছে যেখান থেকে সরকার একটি কানাকড়ি ও ট্যাক্স পায় না এবং যা পথ চলতি মানুষের ক্ষেত্রে খুবই বিপদজন। এমত অবস্থায় প্রশাসনের কাছে সংগঠনের দাবি সরকারকে ট্যাক্স থেকে শুরু করে যাবতীয় সরকারের নিয়ম পালন করে পণ্য পরিবহন বহন করে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা এই বেআইনি এবং অবৈধভাবে চলা বৈজ্ঞানিকভাবে নির্মিত বেআইনি ভুটভুটি বন্ধ করার দাবি জানানো হচ্ছে।আলীজার সাহেব বলেন যদি এই দাবি পুরো না হয় তাহলে পুজোর পরে বৃহত্তর আঃদালনে নামতে বাধ্য হবে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। এ বিষয়ে মাথা ভাঙ্গা মহকুমা শাসক অচিন্ত্যকুমার হাজরা জানান একটি স্মারকলিপি পেয়েছি বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

রেগিংয়ের শিকার হলো মালদার আদিবাসী এক ছাত্র

মালদা : নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়ে রেগিংয়ের শিকার হলো মালদার আদিবাসী এক ছাত্র, এমনই অভিযোগ পরিবারের। আর সেই রেগিংয়ের জেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ায় বাড়ির বাথরুমে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় পিএইচডি পাঠরত ওই ছাত্র। সোমবার সকালে মালদার গাজোল থানার শীসাডাঙ্গা এলাকায় বাড়ির বাথরুম থেকে ওই ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। ওই ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে গাজলের আদিবাসী পরিবার। তাঁরা পুরো বিষয়টি নিয়ে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ জানানোর কথা জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম উত্তম মারডি (২২)। তার বাড়ি গাজলের শীসাডাঙ্গা এলাকায়। পরিবারে বাবা কমলা মারডি, মা মিনতি হাঁসদা রয়েছেন। ওই ছাত্রের এক দিদি শিলিগুড়িতে বিয়ে হয়েছে। গত ৩ অক্টোবর নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাসে পিএইচডি নিয়েই ভর্তি হয় উত্তম । ইনভারসিটির হোস্টেলেই আপাতত থাকছিল ওই ছাত্র। কিন্তু ভর্তি হওয়ার পর থেকেই নাকি ওই ছাত্রের সঙ্গে অশালীন আচরণ শুরু করে সিনিয়র কয়েকজন , এমনই অভিযোগ করেছেন মৃত ছাত্রের পরিবার। এরপরই দুদিন আগে ওই ছাত্র মালদার গাজোলের গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। সে কিছুতেই আর নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যেতে চাইছিল না। এরপরই এদিন বাড়ির বাথরুম থেকে মৃত ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত ছাত্রের এক জেঠু জোনাস মারডি পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, ভালো মার্কস নিয়ে তার ভাইপো উত্তম মারডি মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তার আগে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাসের পিএইচডি করার সুযোগ পেয়ে যাওয়ায় , সেখানে হোস্টেলে থেকেই পড়াশোনার শুরু করে । কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে ভাইপো হঠাৎ করে হোস্টেল ছেড়ে শিলিগুড়িতে তার দিদির বাড়িতে থাকতে শুরু করে। কোনোভাবেই সে আর হোস্টেলে যেতে চাইছিল না। কিন্তু মাঝেমধ্যে হোস্টেলের কিছু সিনিয়রেরা ভাইপো উত্তমকে ফোন করে ডেকে পাঠাতো। এরপরই দুদিন আগে উত্তম মালদার গ্রামের বাড়িতে চলে আসে। সে বলেছিল হোস্টেলের সিনিয়র কিছু ছেলেরা তার উপর অমানবিক আচরণ করছে। সেটা সে আর সহ্য করতে পারছে না। আমরা ভাইপোর কথা অতটা বুঝতে পারে নি। ওকে বলেছিলাম ইনভার্সিটিতে ফিরে যাও। ভালো করে পড়াশোনা করো। কিন্তু তারপরেই এই অঘটনটা ঘটিয়ে ফেললো। এই ঘটনায় আমরা সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নালিশ জানাবো এবং পুরো ঘটনার ব্যাপারেও নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছেও একটি লিখিত নালিশ জানানো হবে। গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মারুতির সঙ্গে টোটো ধাক্কায় যখম ৫

মালদা : মারুতির সঙ্গে টোটো ধাক্কায় যখম ৫।ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদার চাচোল হরিশ্চন্দ্রপুর ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের নলকুটিয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টোটোটি কনুয়া থেকে চাচোলের দিকে যাচ্ছিল ও মারুতি ভ্যানটি চাচোল থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরের দিকে আসছিল মারুতি ভ্যানটি দ্রুতগতিতে থাকায় ধাক্কা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটকে ধাক্কা মারে।মারুতি ভ্যানের ধাক্কায় জখম হয় টোটো চালকসহ টোটোতে থাকা যাত্রীরা।স্থানীয়রা তড়িঘড়ি করে যখমদের চাচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে টোটো চলকের অবস্থা আশঙ্কা জনক। চালক পলাতক রয়েছে। খবর বে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাচোল থানার পুলিশ। পুলিশ মারুতি ভ্যানটি কে আটক করেছে।এলাকার ট্রাফিক নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

২০২৪ লোকসভার আগে দার্জিলিং জেলায় পৃথক রাজ্যের ইস্যু আবার উত্তপ্ত হয়েছে- কেপিপি, গোজাম্মু, গ্রেটার কোচবিহার সহ অনেক দল শিলিগুড়িতে সম্মেলন করেছে

শিলিগুড়ি : ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর সেপারেট স্টেটের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো শিলিগুড়ির দাগাপুর এলাকায় একটি হল ঘরে। সোমবার দুপুরে এই সম্মেলনে পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে সড়ক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিল। জানা গিয়েছে মূলত কামতপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি, কামতাপুর পিপলস পার্টি, গোর্খা জন মুক্তি মোর্চা, গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন, বির বিরসা মুন্ডা ইল উগলান , ST SC OBC মুভমেন্ট মঞ্চ, ভূমিপুত্র কোঅর্ডিনেশন পার্টির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। জানা গিয়েছে মূলত পৃথক রাজ্যের দাবী দাবা নিয়ে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে তাদের আঃদালনকে আরো জোরালো করার জন্যই এই ফ্রন্ট তৈরি করা হয়েছে। এদিন এই ফ্রন্টের প্রথম সভা হলো। জানা গিয়েছে পৃথক রাজ্যের দাবিতে এবার সমস্ত দলগুলি একত্রিত হয়ে শিলিগুড়ি ও কলকাতাতে আঃদোলন করবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

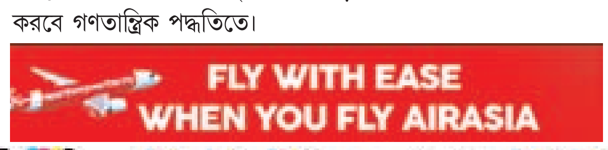

একাধিক দাবিতে হাসপাতাল সুপারকে স্মারকলিপি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি): অবিলম্বে সিউড়ি সদর হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত করে রোগীদের সঠিক পরিষেবা দিতে হবে,সিউড়ি সদর হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডাক্তারের ব্যবসথা করতে হবে সহ ছয়দফা দাবিতে চৌঠা নভেম্বর শনিবার সিউড়ি সদর হাসপাতালের সুপারকে স্মারকলিপি দিলো ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআই । এসএফআই বীরভূম জেলা কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট দেবব্রত দাস বলেন, এমআরআই মেশিন পর্যন্ত নেই । পাঁচজনের প্রতিনিধি দল গিয়েছিলাম সুপারের কাছে । ডিওয়াইএফআই সম্পাদকমন্ডলী সদস্য রুদ্রদেব বর্মন বলেন, রোগী এলে রেফার করে দেওয়া হয় বর্ধমান কিংবা কলকাতায় । কোটি কোটি টাকা খরচ করে নয়তলা দশতলা বিল্ডিং করা হয়েছে অথচ ডাক্তার নেই । রাতে চোর ঢুকে রোগীদের মোবাইল চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে । স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের জুজু দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

বিভিন্ন দাবির সমর্থনে বিক্ষোভের পর সিএমওএইচের কাছে স্মারকলিপি দেন আশা কর্মীরা

জলপাইগুড়ি : অতীব দুর্বল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কর্মরত আশা স্বাস্থ্যকর্মীরা মহামারী পরিস্থিতিতে এবং মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে ।তাদের জীবন ও পেশার বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । দিবারাত্রি স্বাস্থ্য ও পরিষেবা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বোচ্চ সম্মান গ্লোবাল হেলথ লিডার এর স্বীকৃতি প্রদান করা হয় আশা কর্মীরা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার আশা স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাপ্য প্রদানে চূড়ান্ত উদাসীন এর বিরুদ্ধে ১৬ দফা দাবি ভিত্তিতে জলপাইগুড়ি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে আশা কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি ২৬ হাজার টাকা এবং ১০০০০ টাকা পেনশন এবং সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা দাবি জানানো হয়। করোনা মহামারীতে আশা কর্মীদের রাজ্য সরকার যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা বলেছিলো তা এখনও পর্যন্ত অনেক আশা করে পায়নি এবং সেই সময় কাজের বকেয়া ভাতাও এখনো বাকি রয়েছে বলে তাদের অভিযোগ। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে মিলিত হয়ে দাবি জানানো হয় যে কাজ চলাকালীন মৃত আশা কর্মীর পরিবারকে বীমা টাকা পরিবারের একজনকে চাকরি প্রদান করতে হবে। গত দু'বছর থেকে আশা স্বাস্থ্য কর্মীদের ইউনিফর্ম দেওয়া হচ্ছে না বলেও সংগঠনের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়। আশা স্বাস্থ্যকর্মীদের গভীর রাতে সন্তানসম্ভবা মায়েদের হাসপাতালে নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু না আছে সেখানে থাকার জায়গা না থাকে ফেরার ব্যবস্থা এবং উপরন্তু তাদের হয়রানির শিকার হতে হয়। এর প্রতিকারের দাবিও জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে ।ধুপগুড়ি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে এক্স রে মেশিন নষ্ট হয়ে আছে অতিদ্রুত উন্নতমানের এক্স রে মেশিন বসাবার দাবি জানানো হয়। এছাড়া ক্রান্তি বানারহাট ব্লকে এখনো পর্যন্ত ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়নি ফলে এই ব্লকে একদিকে যেমন আশা কর্মীরা পাশাপাশি জনগণ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলেও তাদের অভিযোগ। আশা কর্মীদের গুরুতর অভিযোগ যে মায়েদের হাসপাতালে নিয়ে এলেও অনেক সময় ডাক্তাররা তাদের ছুটি করে দিচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে পরবর্তীতে তাদের বেসরকারি হাসপাতালে সন্তান প্রসব করা হচ্ছে এর ফলে যেমন একদিকে আশা কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন পাশাপাশি গরিব মানুষ তার স্বাস্থ্য পরিবেশ পাবার যে অধিকার সে অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। গরিব মায়েদের বেশি পয়সা দিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে প্রসব করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানানো হয়। সংগঠনের সভাপতি নিহার বেগম ও সংগঠনের সম্পাদক চুমকি দাস বলেন দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে দেন। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সমস্ত বিষয়ে গুরুত্ব সাথে তাদের কথা শুনেন এবং তার তার এত্তিয়ারে মধ্যে থাকা বিষয়গুলো সমাধান দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে তিনি সংগঠনের প্রতিনিধি জানান। চুমকি দাস আরো জানান আগামী ২৬শে অক্টোবর দেশের আশা স্বাস্থ্যকর্মীরা দিল্লি চলোর তে বাক দিয়েছে সেখানে জেলার থেকে আশা স্বাস্থ্যকর্মীরাও সামিল হবে বলে জানান তিনি।

রাতভর আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকায় হাতির তাণ্ডব

আলিপুরদুয়ার : সোমবার রাতে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধূলাগাঁও এবং বেংকান্দি এলাকায় একটি হাতি একপ্রকার তাণ্ডব চালায়। এদিন হাতির তাণ্ডবে মোট পৃথক তিনটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে খবর।স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন রাতে একটি হাতি জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে তিন টি বাড়ি হানা দিয়ে তছনছ করে পাশাপাশি বিঘার পর বিঘা জমির ফসলও নষ্ট করে। তবে ওই এলাকায় হাতি হানা দেওয়ায় প্রচণ্ড আতঙ্কে রয়েছে এলাকার বাসিন্দারা।

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের স্বামী আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৬ রাউন্ড জীবন্ত কার্তুজ সহ গ্রেফতার

উত্তর দিনাজপুর : আগ্নেয়াস্ত্র ও ছয় রাউন্ড তাজা কার্তুজ সহ গ্রেফতার চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী ফারুক আজম। জানা গিয়েছে ধৃত ফারুক আজম চোপড়ার ১০ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সোমবার রাতে চোপড়া থানার মাঝিয়ালি ও দাসপাড়া এলাকার মাঝ রাস্তায় পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ও ছয় রাউন্ড তাজা কার্তুজ সহ ফারুক আজমকে গ্রেফতার করে। পুলিশের অনুমান সেই আগ্নেয়াস্ত্র কোথাও পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল।

আজকের দিনটি

মেষ : পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ : প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন : ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক : মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ : মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা : স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক : লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা : সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু : নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর : পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ : স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন : ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

AHF ASIA HOCKEY
HOCKEY INDIA
JHARKHAND WOMEN'S ASIAN CHAMPIONS TROPHY
प्रवेश नि:शुल्क
झारखण्ड
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023
हॉकी के महासंग्राम का
बनें गवाह
05 नवंबर 2023
फाइनल
सायं 08:30 बजे से
3rd /4th स्थान के लिए
सायं 06:00 बजे से
JUHI
स्थान : मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा
एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, रांची
स्टेडियम में प्रवेश (दर्शकों के लिए) - सायं 04:00 बजे से
ODISHA
india
हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड
WATCH LIVE ON
SONY SPORTS NETWORK
SONY liv
Hero
ODISHA
SHALBY
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

ব্যাক্টেরিয়াযুক্ত মশার কামড় কমাতে পারে ডেঙ্গু

প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন দশ কোটি মানুষ, প্রাণ হারান ২২ হাজার জন। এ অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা দেখছেন বিজ্ঞানীরা। কলম্বিয়ার আবুরা উপত্যকার তিনটি শহরের ডেঙ্গু সংক্রমণ ৯৭ শতাংশ কমার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকতে পারে উয়োলবাখিয়া ব্যাক্টেরিয়াযুক্ত মশা। অলাভজনক সংস্থা ওয়ার্ল্ড মসকিউটো প্রোগ্রামের গবেষকরা অক্টোবরের শেষে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই সংস্থাটির কাজ ডেঙ্গু, জিকা ভাইরাস বা ইয়েলো ফিভারের মতো মশাবাহী রোগ ঠেকানো। সেজন্য উয়োলবাখিয়া ব্যাক্টেরিয়া মশার শরীরে ঢুকিয়ে সেই মশাগুলি এই রোগের প্রবণতা যেসব অঞ্চলে বেশি, সেখানে ছেড়ে দেন তারা। এডিস এজিপ্টাই মশার রোগ ছড়ানোর ক্ষমতাকে কমাতে পারে উয়োলবাখিয়া ব্যাক্টেরিয়া। এডিস বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক রোগবাহী মশা। ২০১৫ সালে ব্যাক্টেরিয়াযুক্ত মশাগুলিকে প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে কলম্বিয়ার বেলো শহরে ছাড়া হয়।

পরে মেডেয়িন ও ইটাগুয়া শহরেও ছড়ানো হয় এই মশা। এর আগেও ব্যাক্টেরিয়াযুক্ত মশা ছড়ানো হয়েছিল বিশ্বের অন্যান্য জায়গাতেও। তবে এত বড় আকারে এটাই প্রথম। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে এই গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বেলো ও ইটাগুয়ার প্রায় ৮০ শতাংশ মশা উয়োলবাখিয়াযুক্ত মশাদের থেকে সংক্রামিত হচ্ছে। মেডেয়িনের জন্য এই হার ৬০ শতাংশ। কিন্তু এই সংক্রমণ ডেঙ্গু সংক্রমণের ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব ফেলবে তা জানতে গবেষকরা ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত স্থানীয় ডেঙ্গু সংক্রমণের হারের তথ্য খতিয়ে দেখেন। জানা যায়, এই পরীক্ষা চালানোর শুরুর সময়ে, অর্থাৎ দশ বছর আগের ডেঙ্গু সংক্রমণের সংখ্যা থেকে পরীক্ষা চালানোর পর সংক্রমণের হার ৯৭ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। মেডেয়িনে একটি নির্দিষ্ট কেসভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা করা হয়। সেখানেও ব্যাক্টেরিয়াযুক্ত মশার সাথে ডেঙ্গু কমতে দেখা গেছে। কমার হার ছিল ৪৭ শতাংশ। এই গবেষণার ইতিবাচক ফলাফলগুলি 'সহজলভ্য সমাধানের দিকে আলোকপাত করে ও নাগরিক পরিসরে গণস্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে' ভূমিকা রাখবে বলে গবেষকদের বিশ্বাস। কলম্বিয়ার এই পরীক্ষা বিশ্বের সবচেয়ে বড় হলেও ওয়ার্ল্ড মসকিউটো প্রোগ্রামের তরফে এমন প্রকল্প আরো নানা জায়গায় নেওয়া হচ্ছে। এর আগে, ইংদোনেশিয়ার ইয়োগিয়াকার্তাতে এই ধরনের পরীক্ষার পর ডেঙ্গু সংক্রমণ ৭৭ শতাংশ কমে যায়। ব্রাজিলে এই হার ৩৮ শতাংশ। বিজ্ঞানীরা বিশ্বজুড়ে ডেঙ্গুরোধে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ওয়ার্ল্ড মসকিটো প্রোগ্রামের প্রস্তাবিত সমাধান ভালো উপায় হলেও দীর্ঘস্থায়ী না'ও হতে পারে। ব্রাজিলের জীববিজ্ঞানী রাফায়েল মাসিয়েল দে ফ্রাইটাসের মতে, যেহেতু ডেঙ্গুর প্যাথোজেন সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হতে পারে। ফলে একটা সময়ের পর তারা উয়োলবাখিয়া ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাব কাটিয়ে ফেলার ক্ষমতাও অর্জন করে নিতে পারে। ফ্রাইটাস যোগ করেন, ''আমি এটা বলবো না যে, উয়োলবাখিয়া পন্থা ডেঙ্গুর আজীবনের সমাধান। কিন্তু অবশ্যই এটা সমাধানের জন্য অন্তত একটা ভালো উত্তর।'' এই উয়োলবাখিয়া পন্থার আরেকটি দুর্বলতা তার বিপুল খরচ। তাছাড়া, এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয় যে এই পরীক্ষার সাথে ঠিক কীভাবে সম্পর্কিত ডেঙ্গু সংক্রমণ। অন্যদিকে, কয়েকটি স্থানে ব্যাক্টেরিয়াযুক্ত মশা ছড়িয়েও কমেনি ডেঙ্গুর হার। ফলে উন্নতশীল দেশগুলিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে এই প্রকল্প, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

গাজাতে নিহতের সংখ্যা ৯০০০ ছাড়াল, জানাচ্ছে হামাসের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

সফিউল রহমান
প্রাবন্ধিক

গাজা ভূখন্ডে হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানাচ্ছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত সেখানে ইসরায়েলি অভিযানে ৯ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গাজা ভূখন্ডে মোট নিহতের সংখ্যা ৯,০৬১তে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ৩,৭৬০ জনই শিশু। এছাড়া গাজাতে আরও ৩২ হাজারেরও বেশি লোক আহত হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে চালানো হামাসের অতর্কিতে হামলায় ১৪০০রও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিলেন, হামাস অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল দুশোরও বেশি লোককে। তার পর থেকেই গাজায় একটানা বোমাবর্ষণ করে চলেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী।
ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী অবশ্য দাবি করছে তারা সুড়ঙ্গ ও রকেট লঞ্চারের মতো হামাসের অবকাঠামোগুলোকেই শুধু নিশানা করছে ‐ এবং বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি যতটা সম্ভব কম রাখার চেষ্টা করছে।
এদিকে গাজা ভূখন্ডের উত্তর প্রান্তে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে জমিতে অন্তত পাঁচটি জায়গায় বড়সড় আকারে লড়াই চলছে। এদিকে গাজার সঙ্গে মিশরের যে রাফাহ সীমান্ত আছে, সেটি পেরিয়ে আরও বহু বেসামরিক মানুষ এদিন গাজা ছেড়ে গেছেন। জাতিসংঘ এর আগে জানিয়েছিল, গতকালও (বুধবার) ৪০০রও বেশি ফিলিস্তিনি ও বিদেশি ওই সীমান্ত অতিক্রম করে গাজা ছেড়েছেন।
গাজা মিশর সীমান্তে থাকা রাফাহ সীমান্ত পারাপার খুলে যাওয়ার পর এ পর্যন্ত চারশোর বেশি মানুষ গাজা ত্যাগ করেছেন। টানা তিন সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর প্রথমবারের মতো খুলেছে রাফাহ সীমান্ত পারাপার। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বলছে, গাজা থেকে যারা মিশরে প্রবেশ করেছেন তাদের মধ্যে ৩৩৫জন বিদেশি নাগরিক এবং ৭৬ জন গাজার আহত বাসিন্দা। কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, এসব বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে ব্রিটিশ এবং মার্কিন পাসপোর্টধারীরাও রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, সীমান্ত পারাপার খুলে যাওয়াটা তীব্র এবং জরুরি কূটনৈতিক তৎপরতার ফল। গাজায় ফোন এবং ইন্টারনেট সেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছে এই সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পালটেল। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস গাজায় একটি জরুরি রেডিও সেবা চাল করছে। এটি এমডব্লিউ৬৩৯ কিলোহার্টজে শোনা যাবে। শুক্রবার থেকে স্থানীয় সময় বিকেল তিনটায় প্রতিদিন এটি চলবে। গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর থেকে গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। হামাসের হামলায় ১৪০০ ইসরায়েলি নিহত এবং ২৩৯জনকে জিম্মি করা হয়েছে। হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, ইসরায়েলি বিমান হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আট হাজার ৭০০ মানুষ নিহত হয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ার সরকার বলছে, বুধবার রাফাহ সীমান্ত পারাপার খুলে দেয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ২০ জন নাগরিক গাজা ত্যাগ করেছেন। সীমান্ত খুলে দেয়ার আলোচনা চলাকালে দেশটির কনসুলার অফিস গাজায় থাকা অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ করে জানিয়েছে, সীমান্ত পারাপার দিয়ে মিশরে যাদের প্রবেশ করতে দেয়া হবে সেখানে তালিকায় তাদের নাম রয়েছে। ফলে তারা যাতে সীমান্ত পারাপারে পৌঁছানোর চেষ্টা করে, সেই বার্তা দেয়া হয় তাদের।

তবে, কতজন অস্ট্রেলিয়ান এই বার্তা পেয়ে সীমান্ত পারাপারে পৌঁছাতে পেরেছে তা এখনো স্পষ্ট নয়।
অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী টিম ওয়াটস এবিসি নিউজকে বলেন, এখনো গাজায় থাকা ৬৫ জন অস্ট্রেলীয় সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছে সরকার।
আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা মেডসোস্যঁ ফ্রতিয়ে এমএসএফ জানিয়েছে যে, বুধবার সংস্থাটির ২২ জন সদস্য গাজা ত্যাগ করতে সফল হয়েছে।
এক বিবৃতিতে চিকিৎসা বিষয়ক দাতব্য সংস্থাটি জানায়, তাদের সব বিদেশি কর্মী যারা এর আগে গাজা ত্যাগ করতে পারেনি, তারা বুধবার রাফাহ সীমান্ত পারাপার খুলে দেয়ার পর মিশর সীমান্ত পার করতে সফল হয়েছে।
এতে আরো বলা হয়, বিশেষজ্ঞ একটি মেডিকেল দলসহ আন্তর্জাতিক কর্মীদের একটি নতুন দল গাজায় প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। পরিস্থিতি ঠিক থাকলে মানবিক এবং চিকিৎসা সহায়তা দিতে তারা গাজায় প্রবেশ করবেন।
সংস্থাটি বলছে, প্রায় ২০ লাখ ফিলিস্তিনি এখনো গাজায় গোলাবারুদ নিক্ষেপের মধ্যেই আটকে রয়েছেন।
এদের মধ্যে এমএসএফের ৩০০ ফিলিস্তিনি কর্মী ও তাদের পরিবার রয়েছে। স্বল্প স্বাস্থ্যসেবা সুযোগের মধ্যে ২২ হাজারের বেশি আহত মানুষ রয়েছে গাজায়।
আমাদের ফিলিস্তিনি অনেক সহকর্মী গাজায় থেকে গেছে এবং তারা উপত্যকার হাসপাতালগুলোতে জীবন রক্ষাকারী সেবা দিয়ে যাচ্ছে। যদিও এসব হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের সবচেয়ে মৌলিক সুরক্ষার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়নি, এমএসএফ বলেছে। গাজা থেকে সব সময় যে ধরণের ছবি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে সেখানে যা ঘটছে তার চিত্র উঠে আসছে। সেখানকার বেসামরিক মানুষের রোজকার জীবনে এখন যুদ্ধের বিভীষিকা যেন অবশ্যম্ভাবী একটি বিষয় হয়েছে দাঁড়িয়েছে।
কিন্তু এর মাধ্যমে সংঘাতের গভীরতার কিছুটা ধারণা পাওয়া সম্ভব হতে পারে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, এ পর্যন্ত গাজায় সাড়ে তিন হাজারের বেশি শিশু নিহত হয়েছে।
সৌদির প্রতিরক্ষামন্ত্রী খালিদ বিন সালমান যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।
মি. ব্লিঙ্কেনের ইসরায়েল সফরের আগে এই সাক্ষাৎ হলো।
সৌদি আরবের ডি ফ্যাক্টো নেতা ও ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের ভাই খালিদ বিন সালমান বলেন, দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ এবং কৌশলগত সম্পর্ক আরো মূল্যায়নের পাশাপাশি ওই এলাকার উত্তেজনা প্রশমনের পদক্ষেপর বিষয়ে আলোচনা করতে এই সাক্ষাৎ করেছেন তিনি।
মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটি ইসরায়েলের প্রতি পশিমা বিশ্বের কঠোর সমালোচনার পর এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হলো। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র জর্ডান বুধবার ইসরায়েল থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতকে সরিয়ে নিয়েছে।
সৌদি আরব ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। কিন্তু দেশটির সাম্প্রতিক সপ্তাহ গুলোতে করা কর্মকাণ্ডের কয়েক দফায় নিন্দা জানিয়েছে তারা।
গত সপ্তাহে সৌদি কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটরদের একটি প্রতিনিধিদলকে সতর্ক করে বলে যে, গাজায় কোন ধরণের স্থল অভিযান চালানো হলে তা চরম ক্ষতিকর হতে পারে।
গাজায় নিজেদের অভিযানের বিষয়ে কিছু হালনাগাদ তথ্য তুলে ধরেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী আইডিএফ।
এক সংবাদ সম্মেলনে আইডিএফ এর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি বলেন, তাদের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর যৌথ অভিযানে অংশ নেয়া বাহিনী জানিয়েছে, সেনারা গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে হামাসের সীমার মধ্যে প্রবেশ করেছে।
তিনি বলেন, আইএসএ এবং গোয়েন্দা শাখার তথ্যের উপর ভিত্তি করে আইডিএফ যুদ্ধ বিমানের মাধ্যমে হামাসের ট্যাংক বিধ্বংসী কমান্ডার মুহাম্মাদ আতজারকে উৎখাত করেছে তারা।
আলাদা আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে ইসরায়েলের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইতজিক কোহেন বলেন, আইডিএফ বাহিনী গাজা উপত্যকার গভীরে রয়েছেগাজা শহরের প্রবেশমুখে, তিনি বলেন।
গাজা থেকে যে শত শত মানুষ মিশরে প্রবেশ করেছে তার মধ্যে গাজার অসুস্থ অনেক বাসিন্দাও রয়েছে। যাদেরকে সীমান্তের কাছাকাছি থাকা বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সাময়িকী

সরকারি হাসপাতালে 'ভুল চিকিৎসা'র অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর

পায়েল সামন্ত
কলামিস্ট

পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর সরকারি হাসপাতালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর 'ভুল চিকিৎসা'! এ কথা কবুল করলেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।
বিদেশ সফর সেরে পায়ের চিকিৎসার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই চিকিৎসার জেরে তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হয় বলে তিনি নিজেই জানিয়েছেন। মমতার পায়ে পুরনো একটি চোট ছিল। স্পেন সফরে সেখানেই নতুন করে আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। ২৩ সেপ্টেম্বর স্পেন ও দুবাই সফর সেরে কলকাতায় ফেরেন মুখ্যমন্ত্রী। পায়ে সমস্যা থাকায় দ্রুত চিকিৎসকদের পরামর্শ নেন। ২৪ সেপ্টেম্বর রাজ্যের এক নম্বর সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এসএসকেএম হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের চিকিৎসা হয়। তাকে ভর্তি থাকতে হয়নি, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যান। এরপর বেশ কয়েকটা দিন বাড়িতেই নিজেকে বন্দি রেখেছিলেন তিনি। কালীঘাট থেকেই প্রশাসন ও দলের কাজ সামলেছেন। এবার তিনি অসংখ্য দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেছেন বাড়ি থেকেই, বাইরে বেরোননি। দীর্ঘ বিরতির পর ২৭ অক্টোবর তিনি রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালে উপস্থিত হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসা বা বিশ্রাম নিয়ে কোনো চর্চা ছিল না। কিন্তু বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে নিজেই বিতর্ক উসকে দিয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, তার পায়ের আঘাতে 'ভুল চিকিৎসা' হয়েছিল। এসএসকেএমে ভুল চিকিৎসা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের পর আলোড়ন দেখা দিয়েছে। এসএসকেএমে ভুল চিকিৎসা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের পর আলোড়ন দেখা দিয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ''১০-১২ দিন আমার ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন চলেছে। ভুল চিকিৎসার জন্য আমার সংক্রমণ সেপটিকের মতো হয়ে গিয়েছিল। যেভাবে স্যালাইন দেয়া হয়, সেভাবে আমার হাতে সাত দিন চ্যানেল করা ছিল। তার মাধ্যমে আইভি দেয়া হয়েছে। বিছানা থেকে উঠতে পারিনি।'' মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসা হয়েছিল এসএসকেএম হাসপাতালে। 'ভুল চিকিৎসা'র বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মমতা বংদ্যোপাধ্যায় রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তার যদি ভুল চিকিৎসা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে, এই প্রশ্ন তুলে রাজ্যকে আক্রমণ করেছে বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, এটা হলো রাজ্যের সবচেয়ে উচ্চমানের সরকারি হাসপাতালকে চোরডাকাতদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানানোর অপচেষ্টার ফল। এখানকার ডাক্তারবাবুরা চিকিৎসা কম করছেন এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপের শিকার হয়ে ভুয়ো কাগজপত্র তৈরিতে বেশি মনোনিবেশ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অতীতে একাধিক দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত মন্ত্রী ও নেতারা অসুস্থতার কারণে এসএসকেএমএ ভর্তি হয়েছেন। বিরোধীদের অভিযোগ, তদন্তকারীদের নাগাল এড়াতে এই কৌশল নিয়েছে শাসক দল। হাতিয়ার করা হচ্ছে চিকিৎসা পরিকাঠামোকে। দুর্নীতি মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু' এখন এসএসকেএমে চিকিৎসাধীন। তৃণমূলের শীর্ষ নেতা অভিষেক বংদ্যোপাধ্যায়ের সংস্থায় চাকরি করতেন তিনি। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ পাল্টা মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশের হাসপাতালের অবস্থাকে হাতিয়ার করেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, বিজেপি কেন সে কথা বলে না। যদিও তৃণমূলের বিধায়ক ও এসএসকেএমের রোগীকল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি মদন মিত্র বলেন, এসএসকেএমকে নিয়ে এক সময় গর্ব করতাম। এমন কোনো উন্নত যন্ত্র নেই যা এই হাসপাতালে পাবেন না। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর ভুল চিকিৎসা হয়েছে দেখে অবাক লাগছে। সিপিএম নেতা, চিকিৎসক ফুয়াদ হালিম বলেন, নিজের পরিচালনাধীন চিকিৎসা পরিষেবায় সমস্যায় পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি কি নিজের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেবেন? মুখ্যমন্ত্রীর যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে সাধারণ মানুষ কীভাবে ভরসা পাবে? ভুল চিকিৎসার জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি তুলেছেন চিকিৎসকদের একাংশ। সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক,. সজল বিশ্বাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যখন অভিযোগ তুলেছেন, তখন তদন্ত হওয়া উচিত। তাতে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার হালহকিকত বেরিয়ে আসবে। তার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে। যদিও সাংবাদিক বৈঠকে ভুল চিকিৎসার দাবি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। চিকিৎসক অর্জুন দাশগুপ্ত বলেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের প্যানেল বলতে পারে চিকিৎসায় ভুলভ্রান্তি হয়েছে কি না। তবে এই ভুল চিকিৎসার অভিযোগ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেই আসছে, এটা দেখে বেশ অবাক লাগছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী 'ভুল চিকিৎসা'র অভিযোগ তোলায় চিকিৎসকদের একাংশ কিছুটা আতঙ্কিত। তাদের শঙ্কা, এবার এ ধরনের অভিযোগ আরো ব্যাপক হারে উঠতে থাকলে তারা আক্রান্ত হবেন না তো! সম্প্রতি বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে 'দুর্নীতি ও অব্যবস্থা' নিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি লিখেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ কি তাতেই সিলমোহর দিয়ে দিল?

জানা অজানা

পাকিস্তানে সশস্ত্রগোষ্ঠীর হামলায় নিহত ১৪ সেনা

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে সেনাবাহিনীর বহরে সশস্ত্রগোষ্ঠীর হামলায় অন্তত ১৪ সেনা নিহত হয়েছেন। আজ শনিকবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী।
এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের সশস্ত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংঘাত চলছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই দেশব্যাপী এই সংঘাতেই শুরু বলে ধারণা করা হয়। সেনা বাহিনীর দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''নিরাপত্তারক্ষীদের বহনকারী বেলুচিস্তানের গাদার জেলার পাসনি থেকে ওমারাগামী দুটি গাড়িতে হামলা চালায় ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা।'' হামলার সঙ্গে কোন গোষ্ঠীটি জড়িত বিবৃতিতে সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য দেয়া হয়নি।
প্রাকৃতিক সম্পদের ভরপুর বেলুচিস্তানে সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংঘাতে প্রায়ই হতাহতের ঘটনা ঘটে। তারওপর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে প্রদেশটির সাধারণ মানুষের। তাদের দাবি, তাদের অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়ের অংশ ন্যায্যভাবে বণ্টন করা হয় না। সেনাবাহিনী আরো জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে এবং এবং ঘটনার সঙ্গে দায়ীদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

অপরাধকথা

লিপি চক্রবর্তী

গোয়েন্দা কাহিনি আর ভ্রমণ সাহিত্য এখনো মূল সাহিত্যধারা থেকে খানিকটা ব্রাত্য হয়ে আছে। কিন্তু ধ্রুপদী সাহিত্যবাদীদের ভাবনার গতিকে নস্যাৎ না করেও গোয়েন্দা গল্প আর ভ্রমণ কাহিনি গোগ্রাসে পড়ে।
এই যে বইটি হাতে এসেছে, 'চেনা অপরাধ অচেনা কাহিনি' – এখানে বিবৃত হয়েছে 'গোয়েন্দাসাহিত্য পাঠের চিন্তনসূত্র'। আটটি প্রবন্ধ রয়েছে ১৭১ পৃষ্ঠার বইটিতে।
উপক্রমণিকায় সংকলক বিস্তারিতভাবে লিখেছেন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের আগে ইউরোপীয় সমাজে যে ধরনের বিচারব্যবস্থার প্রচলন ছিল, সেটা ছিল চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক। সেখানে ছিল শাস্তির বীভৎসতা। নিউগেট জেলের অপরাধীরা সেইসব ভয়ংকর অভিজ্ঞতা ১৭২৭ সালে 'accounts of lives, crimes, confessions and execution of criminals' শিরোনামে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেন।
এগুলোকে কি গোয়েন্দা কাহিনি বলা যায়! নিশ্চয়ই না। কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনির সূত্রপাত বলা যেতেই পারে। এডগার এলান পো কে আমরা গোয়েন্দা কাহিনির জনক বলে জানলেও তার আগে এমন অনেক গল্প লেখা হয়েছে যাকে অনায়াসে গোয়েন্দাগল্প বলা যেতেই পারে। সেই সময় থেকে বর্তমান লেখকদের সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্রদের এবং লেখকদের একটা সার্বিক রূপরেখা বা ইতিহাস পাঠকের জন্য সাজিয়ে দিয়েছেন সংকলক।
'শখের গোয়েন্দার অস্তিত্ব কি সংকটে' এবং 'বিষ বিষাক্ত বিষময়' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন অরিন্দম দাশগুপ্ত। শখের গোয়েন্দা, পুলিশের সঙ্গে গোয়েন্দার সম্পর্ক এবং গল্পের গতিপ্রকৃতির আধুনিক হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন লেখক। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে অপরাধীদের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা এবং বেশিরভাগ অপরাধকাহিনিতে বিষের ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন অরিন্দম দাশগুপ্ত।
অপরাধ মনস্কতা সম্পর্কে খুব সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন অমিত চক্রবর্তী তাঁর 'অপরাধ মনস্তত্ব' প্রবন্ধে।
'অপরাধকাহিনি, অপরাধী, অপরাধ ‐ কথক শব্দ থেকে ইমেজের পথে' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন পরিচয় পাত্র। বিদেশি গোয়েন্দা কাহিনির চলন এবং বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির বর্তমান অবস্থান চলচ্চিত্রে তার চলন ইত্যাদি বিষয়গুলো স্থান করে নিয়েছে এখানে।
'গোয়েন্দাকাহিনি পাঠ : আগাথা ক্রিস্টির The murder of Roger Ackroyd' প্রবন্ধটি লিখেছেন অনামিকা দাস। নাটক, মঞ্চায়ন, আলো, রহস্য ইত্যাদি নিয়ে নাটকটির আলোচনা করেছেন অনামিকা দাস।
'অণুসঙ্গে বিষ' এবং 'বিষ অণুসন্ধান' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন কিংশুক দাস। কীভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধী শনাক্ত করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন দুটি প্রবন্ধে।
এটি একটি গবেষণামূলক বই। হয়তো সেভাবে সাধারণ পাঠকের জন্য নয়, কিন্তু গোয়েন্দা সাহিত্য, অপরাধ সংক্রান্ত লেখালিখির ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক উপায়ে অপরাধ ও অপরাধী শনাক্ত করার বিভিন্ন পদ্ধতি আগ্রহী পাঠকের মন জয় করবে নিশ্চিত।

চেনা অপরাধ অচেনা কাহিনি
গোয়েন্দা সাহিত্য পাঠের চিন্তনসূত্র সম্পাদনা অনামিকা দাস সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এন্ড কালচারাল স্টাডিজ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

পাঠকের চিঠি

পুরোহিতদের যোগ্য সম্মান দিন

পুরোহিতদের যোগ্য সম্মান দিন। আমরা শারদীয়া দুর্গোৎসব থেকে শুরু করে যে কোন পূজায় আমরা লক্ষ লক্ষ টাকার মূর্তি কিনি, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পূজা মন্ডব সাজাই ইলেকট্রিক লাইটিং করি, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। কিন্তু ব্রাহ্মণের (পুরোহিতের)দক্ষিণার বেলায় যৎসামান্য। যে পুরোহিত সারাবছর আপনার বাড়িতে আপনার হিতার্থে, মঙ্গলার্থে পূজা করছে, আপনার হিত কামনা করছে আপনার মঙ্গল কামনা করছে আপনার শুভ কামনা করছে। চিন্তা করে দেখুন তো সেই পুরোহিতকে কি আপনি যোগ্য সম্মান উপযুক্ত দক্ষিণা দিচ্ছেন। আজকাল বাজারে পুরোহিতের জন্য যে গামছা আপনি কিনে আনেন তা অত্যন্ত নিম্নমানের যে ছাতা কিনে আনেন তা অত্যন্ত নিম্নমানের। যা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অযোগ্য। বর্তমানে পূজা পার্বণে পুরোহিত পন্ডিত ব্রাহ্মণ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এই পেশায় আর বিশেষ আয় হয় না। ভাই ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণরা (পুরোহিতরা)ঠাকুরের পূজো পার্বণ করেন তারা আস্তে আস্তে এই পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতের কথা ভেবে পুরোহিতের উপযুক্ত দক্ষিণা দিন ওদের সম্মান দিন উপযুক্ত প্রাপ্য দক্ষিণা দিন যাতে ভবিষ্যতে হিন্দু ধর্মের পূজা পার্বণ বজায় থাকে সেই দিনের কথা চিন্তা করে।

জগন্নাথ দত্ত, সিউড়ি, বীরভূম. পশ্চিমবঙ্গ।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ভুটানের মহামহিম রাজা জিগমে খেসার নামগ্যাল ওয়াংচুক তিনদিনের সর্বপ্রথম বার অসম সফরে

বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সতীর্থ মন্ত্রীদের সঙ্গে উষ্ম সংবর্ধনা, কামাখ্যা মন্দির দর্শন, শনিবার সকালে কাজিরাঙ্গা সফরের পরিকল্পনা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের সীমানায় থাকা ভুটানের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক রয়েছে অসমের। এমনকি রঙ্গিয়া, তামুলপুর ইত্যাদি এলাকায় বাজারে সচরাচর ভুটানের টাকা নজরে পড়ে। অসমের সঙ্গে সেই সম্পর্ক আরো অধিক মজবুত করার স্বার্থে তিনদিনের সফরসূচি নিয়ে সর্বপ্রথম অসাম সফরে এসেছেন ভুটানের মহামহিম রাজা জিগমে খেসার নামগ্যাল ওয়াংচুক। বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সতীর্থ মন্ত্রীদের সঙ্গে ভুটানের রাজাকে উষ্ম সংবর্ধনা জানান।শনিবার কাজিরাঙ্গা সফরের পর রবিবার যোরহাটে উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে সরাসরি দিল্লি উড়ে যাবেন তিনি।

নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী শুক্রবার সকালে বিশেষ বিমানে গুয়াহাটি মহানগরের লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হন ভুটানের মহামহিম রাজা জিগমে খেসার নামগ্যাল ওয়াংচুক। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সতীর্থ মন্ত্রীদের সঙ্গে ভুটানের রাজাকে উষ্ম সংবর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে সে সময়ে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু, মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস, মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্ম ছাড়াও মুখ্য সচিব, ডিজিপি, পুলিশ কমিশনার এবং রাজ্য সরকারের শীর্ষ কর্তারা ভুটানের রাজাকে অভ্যর্থনা জানান। ভুটানের রাজার সফর ষসূচিকে কেন্দ্র করে বিমানবন্দরে লোকসংস্কৃতি এবং নৃত্য গানের এক বিপুল আয়োজন করা হয়েছিল। সেই হিসেবে তাকে লোকসংস্কৃতি এবং নৃত্য গান প্রদর্শন করে স্বাগত জানানো হয়েছে।

এরপর ভুটানের মহামহিম রাজা জিগমে খেসার নামগ্যাল ওয়াংচুক কামাখ্যা মন্দিরে উপস্থিত হয়ে মা কামাখ্যার দর্শন করেছেন। সেখানে তিনি সাধারণ দর্শকদের মত যাবতীয় নীতি-নিয়ম পালন করেছেন। ভুটানের রাজার এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে কামাখ্যা মন্দির কর্তৃপক্ষ উৎসরিত হয়ে পড়েছে। অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহারে মন্দির কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক পদাধিকারীকে আকর্ষিত করেছেন ভুটানের রাজা। এমনকি পরবর্তীকালে তিনি ফের কামাখ্যা মন্দিরে স্বপরিবারের সঙ্গে আসবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজা জিগমে খেসার নামগ্যাল ওয়াংচুক। ভুটানের রাজার কামাখ্যা মন্দির দর্শন কালে তার যাবতীয় সুব্যবস্থা রাজ্য সরকারের তরফে আয়োজন করা হয়েছিল।

কামাখ্যা মন্দির থেকে ফিরে এসে দুপুরে মহানগরের রেডিসন ব্লু হোটেলে এসে উপস্থিত হন রাজা জিগমে খেসার নামগ্যাল ওয়াংচুক। হোটেল কর্তৃপক্ষের তরফে তাকে স্বাগত এবং সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের শীর্ষকর্তারা সেই সময়ে হোটেলে উপস্থিত থেকে ভুটানের রাজার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা উপলব্ধ করিয়েছেন। মহানগরের খানাপাড়া স্থিত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজে রাজ্যে বসবাস করা ভুটানের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন রাজা জিগমে খেসার নামগ্যাল ওয়াংচুক। ভুটানের রাজার সম্মানে রেডিসন ব্লু হোটেলে রাত্রি ভোজের আয়োজন করেছেন রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়া। সন্ধ্যার পর রেডিসন ব্লু হোটেলে উপস্থিত হয়ে ভুটানের রাজার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য শনিবার সকালে কাজিরাঙ্গা সফরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন ভুটানের মহামহিম রাজা জিগমে খেসার নামগ্যাল ওয়াংচুক। সেখানে তিনি জিপ সাফারি করবেন। এরপর রবিবার যোরহাট হয়ে সরাসরি দিল্লি উড়ে যাবেন তিনি।

টুকরো খবর

ফের কংগ্রেসের ব্যাপক সমালোচনা এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের

রাজ্যে নাগরিকত্বের ভিত্তি বর্ষ ১৯৫১ হলে ৬০ লক্ষ মুসলমানের নাম কর্তন হবে, ফলে নিজেদের লড়াই নিজেরাই করতে হবে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ধুবড়ি কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখে ফের কংগ্রেসের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা একটি বিগ জিরো। অসমের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পকেটে থাকে। কংগ্রেস প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের ক্ষতি করেছে। ফলে এআইইউডিএফ এলাকায় কংগ্রেস আসতে পারবে না। তাছাড়া রাজ্যে নাগরিকত্বের ভিত্তি বর্ষ ১৯৫১ হলে ৬০ লক্ষ মুসলমানের নাম কর্তন হবে এই কথা উল্লেখ করে এক্ষেত্রে নিজেদের লড়াই নিজেরাই করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বিজয় উৎসব পালন করবেন দিল্লিতে জয় লাভের জন্য। তিনি নিজে একবার জয়লাভ করে দেখিয়ে দিতে পারেন। ভূপেন বরা একজন বিগ জিরো হয়ে বিজয় উৎসব পালন করলে করুক। কিন্তু এআইইউডিএফ অন্যের শোক সভায় আনন্দ উদযাপন করবে না। আজমল বলেন অসমের কংগ্রেসি অর্থাৎ ভূপেন বরা এবং তার টিম, দেবব্রত শইকীয়া এবং তার টিম, রকিবুল হোসেন এবং তার টিম মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পকেটে থাকে। তারা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হয়ে যে চাকরি করছেন এটাই তোমাদের প্রমাণিত হয়ে গেছে। টাকা না দিলে তাদের একদিনও গাড়ি চলবে না। রাতে মুখ্যমন্ত্রী তাদের যেটা বলেন সেটাই পরের দিন তারা বলেন, এআইইউডিএফ-কে গালাগাল দেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বদরুদ্দিন আজমল বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেছেন এআইইউডিএফ এর মিত্রতা করতে হলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টেবিলে করতে হবে। কেন এই ব্যবস্থা এ প্রশ্ন করে তিনি বলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভূপেন বরার চাচা হতে পারেন মালিক হতে পারেন। কংগ্রেস চাকর। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এআইইউডিএফ এর মালিক নন বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন আজমল। তবে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতো ১০ জন এবং কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার মতো ১০০ জনকে নিজের পকেটে রাখতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি। তিনি বলেন কংগ্রেস প্রতিটি দিক থেকে চর এলাকাবাসী এবং সংখ্যালঘুদের ক্ষতি করেছে। কংগ্রেস ডি ভোটারের ব্যবস্থা এনেছিল, ডিটেনশন ক্যাম্প প্রস্তুত করেছিল। পিছন দিকে চাকু দিয়ে প্রহার করে সংখ্যালঘুদের সবদিক থেকে ব্যাপক ক্ষতি করেছে দলটি। এই সম্পূর্ণ এলাকা এআইইউডিএফ এর। প্রতিটি ঘরে ঘরে তালা চাবি তালা চাবি রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন নাগরিকত্বের ভিত্তি বর্ষ ১৯৫১ হলে অসমের ৬০ লক্ষ মুসলমান ভারতীয় নাগরিকত্ব হারাবেন। এর জন্য সুপ্রিমকোর্টে এআইইউডিএফ লড়াই অব্যাহত রেখেছে। তিনি বলেন নাগরিকত্বের ভিত্তি বর্ষ ১৯৭১ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে এআইইউডিএফ। এক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা, যত টাকাই লাগবে সেটা খরচ করা হবে। কিন্তু এরপরেও যদি ভিত্তি বর্ষ ১৯৫১ হয় তাহলে ৬০ লক্ষ মুসলমানদের নাম এনআরসি থেকে কর্তন করা হবে। ফলে নিজেদের লড়াই নিজেরাই লড়তে হবে, কুরবানী দিতে হবে বলে দৃঢ় সুরে ঘোষণা করেন তিনি। এক্ষেত্রে হিন্দিতে লড়তে লড়তে মরনা হোগা, মরতে মরতে লাড়না হোগা বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

ডেঙ্গু সচেতনতার পাশাপাশি মশারি বিতরণ

মালদা ঃ ডেঙ্গু দমনে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে চলছে ডেঙ্গু মোকাবিলার সচেতনতা মূলক প্রচার।তাই মালদা জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন ব্লকে চলছে ডেঙ্গু সর্তকতা অভিযান। রবিবার বামনগোলা ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বামনগোলা ব্লকের মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে ও জাইতান উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডেঙ্গু মোকাবিলা করতে বিভিন্ন জায়গায় জীবানু নাশক স্প্রে করা হয়। তারি পাশাপাশি গ্রাম্য এলাকায় ডেঙ্গি মোকাবেলা করতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয় যাতে কোন জায়গায় জল জমা না হয়। এবং বাড়ির চারপাশে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বামনগোলা ব্লকের ব্লক আধিকারিক রাজু কুন্ডু সাধারণ মানুষের মধ্যে মশারি বিতরণ করেন।

পুলিশের জালে এটিএম প্রতারক চক্রের এক মূল পান্ডা গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ যেকোন ভাষায় পারদর্শী,নিমেষে মানুষকে কথার ছলে নিজের আয়ত্তে আনতে এরা পটু।অধিকাংশই বিহারের বাসিন্দা।এরা গ্রুপ করে ঢোকে শহর শিলিগুড়িতে। তার পরেই চলে এটিএমের উপর নজরদারি। একটু এটিএমে টাকা তোলা কম পারদর্শী মানুষকেই এদের বেশি পছন্দ। এমনই এক এটিএম প্রতারককে গ্রেফতার করলো এন জে পি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। গত শনিবার বিকেলে লেকটাউন এর একটি এটিএমের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতারনার ছক কষছিল এক প্রতারক।পুলিশের তার প্রতি সন্দেহ হলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করলে তার কাছ থেকে উঠে আসে চাঞ্চক্যকর তথ্য।জিজ্ঞাসবাদে পুলিশ জানতে পারে ধৃত ব্যাক্তির নাম রহিত রজক,সে বিহারের গোপালগঞ্জের বাসিন্দা।তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৩২টি বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএম।সে জানায়,বিভিন্ন এটিএমের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতারকের ছক কষে।সুযোগ পেলেই কার্ড পালটে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার মতো কাজ করে তারা।তার পরেই গা ঢাকা দেয় বিহারে।রবিবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে তদন্তের স্বার্থে রিমান্ডের আবেদন জানাবে পুলিশ।

সাইকেলে ট্রেলার ধাক্কা! মৃত ১

ময়নাগুড়ি ঃ জল্পেষ মোড় থেকে দোকান করে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। জানা যায় মৃত ওই ব্যক্তির নাম মাধব মন্ডল। তার বাড়ি শহীদ গর স্কুল পাড়া এলাকায়। শনিবার রাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ গোবিন্দ নগর সংলগ্ন ৩১ নং জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটে। সাইকেলে করে দোকানের সামগ্রী নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় একটি ট্রেলার গাড়ি সাইকেলটিকে ধাক্কা মারে। সেখানেই ওই ব্যক্তি লুটিয়ে পড়েন বলে জানা যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাইওয়ে ট্রাফিক ও ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

মিয়া সংক্রান্তে এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া

সীমা অতিক্রম করার অভিযোগে এনে উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের জন্য আজমলের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার, তারা নিজেদের রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকুক বিজেপিকে ডিস্টার্ব না করলে হলো বলে মন্তব্য সভাপতি ভবেশ কলিতার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গত কয়েকদিন ধরে ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। বিশেষ ভাবে আগামী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধুবড়ি এবং নগাঁও কেন্দ্রের জন্য ইতিমধ্যে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করার পর ব্যাপক সক্রিয় হয়ে উঠেছেন তিনি। তবে প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ কালে তিনি নানা ধরনের বিস্ফোরক মন্তব্য করে চলেছেন। কংগ্রেস এবং দলটির সভাপতি ভূপেন বরা তথা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং বিজেপির ক্ষেত্রে সমানভাবে আক্রমণ করে চলেছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে প্রচার অভিযানকালে জনসভায় অংশ নিয়ে নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে ইতিমধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করে ফেলেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি কংগ্রেসের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলেন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের চাকর। তাছাড়া বর্তমানেও ফিল্ডে নেই কংগ্রেস। আজও দলটি ধুবড়ি কেন্দ্রের জন্য প্রার্থী নির্ধারণ করতে পারেননি। সেইসঙ্গে আগামী ১০০ বছরেও মিয়া বিজেপিকে ভোট দেবে না তথা তিন দিন মিয়া না থাকলে গুয়াহাটি মহানগর কবরস্থানে পরিণত হবে বলে কটাক্ষ করেছেন আজমল। এবার তার বক্তব্যের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সীমা অতিক্রম করার অভিযোগে এনে উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের জন্য আজমলের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দিয়েছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তাছাড়া তারা নিজেদের রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকুক শুধু বিজেপিকে ডিস্টার্ব না করলে হলো বলে মন্তব্য করেছেন সভাপতি ভবেশ কলিতা। প্রসঙ্গত এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল ধুবড়িতে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে অংশ নিয়ে বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দশ বছর মিয়ার ভোট লাগবে না বলে মন্তব্য করেছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর ১০ বছর বললেও ১০০ বছর মিয়া বিজেপিকে ভোট দেবে না। গুয়াহাটি মহানগরে সবজি বাজার থেকে শুরু করে নির্মাণ কাজে তথা বিভিন্ন গাড়ির চালক হেন্ডিমেন্ট হিসাবে মিয়া কর্মরত। তিন দিন মহানগরে মিয়া না থাকলে সম্পূর্ণ গুয়াহাটি কবরস্থানে পরিণত হবে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতো ১০ জন এবং কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার মতো ১০০ জনকে নিজের পকেটে রাখেন বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি। একই সঙ্গে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের চাকর বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন বিজেপির টাকা নিয়ে কংগ্রেস চলছে। এর জন্য সভাপতি ভূপেন বরা মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতার প্রসঙ্গ চূড়ান্ত হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীপক্ষের তরফে ২২ টি ভোট শাসক পক্ষকে দেওয়া হয়েছিল। অথচ এআইইউডিএফ এর বিধায়কের সংখ্যা ১৫ এবং কংগ্রেসের বিধায়কের সংখ্যা ২৪। এটাতে বোঝা যায় কিভাবে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেস সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। তাছাড়া কংগ্রেস ফিল্ডে নেই বলে উল্লেখ করে ধুবড়ি লোকসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস আজও প্রার্থী চূড়ান্ত করতে পারেনি বলে দলটির প্রতি কটাক্ষ করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

এবার এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন তিন দিন মিয়া না থাকলে গুয়াহাটি কবরস্থান হবে, নাগরিক দৈনিক জীবন স্তব্ধ হবে বলে করা বদরুদ্দিন আজমলের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এভাবে ধর্মের ভিত্তিতে কথা বলা উচিত হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং বদরুদ্দিন আজমল প্রতিদিন নির্বাচনের আগে ধর্মীয় উত্তেজনার কথা বলার প্রয়াস করেন। মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের কথা বলেন জাতি হিন্দু ভোট একত্রিত করা যায়। তাছাড়া কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার প্রতি আজমল করা নিকৃষ্ট মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছেন দেবব্রত শইকীয়া। বিরোধী দলপতি বলেন উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করার জন্য বদরুদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে তিনি মামলা রজ্জু করতে চলেছেন। এআইইউডিএফ সভাপতি সীমা অতিক্রম করেছেন। মিয়ারা অসমীয়া জাতির একটি অংশ। একইভাবে বিজেপি মুসলমানের পা ধুয়ে জল খেলে রাজত্ব করতে পারবে বলে করা বদরুদ্দিন আজমলের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

অন্যদিকে এআইইউডিএফ সভাপতির বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি বলেন বিজেপি কোনদিনও মিয়ার কাছে ভোট চেয়ে যায়নি। তারা নিজেদের কাজ নিজে করুক। তারা তাদের রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। সেটাতে আপত্তি করার কিছু নেই। তবে এক্ষেত্রে তারা যেন বিজেপিকে ডিস্টার্ব না করে। তারা জমি দখল না করলে হলো, হিন্দুদের মেয়ে বউদের পালিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তর না করলে হলো ব্যাস এতটুকু তাদের থেকে আশা করা হচ্ছে। তবে সংখ্যালঘু কিংবা মুসলমান বলে কথা নয় ভূমিপুত্রদের ভোট চায় বিজেপি। সেই ভূমিপুত্র খ্রিস্টান হতে পারেন, মুসলমান হতে পারেন কিংবা হিন্দু হতে পারেন। ফলে বিজেপি শুধুমাত্র ভূমিপুত্রদের ভোটের জন্য প্রার্থনা করে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ফেস্টিভ স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও(সব্যসাচী দে) ঃ উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের সুবিধার্থে, আনন্দ বিহার টার্মিনাল - জোগবানী এবং আনন্দ বিহার টার্মিনাল - পূর্ণিয়া জং-এর মধ্যে উভয় দিকে চারটি ট্রিপের জন্য দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে।

সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৪০১০(আনন্দ বিহার টার্মিনাল - জোগবানী) স্পেশাল ০৭ থেকে ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ২৩ঃ৪৫ ঘন্টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে রওনা দিয়ে বৃহস্পতিবার ০৫ঃ২০ ঘন্টায় যোগবানী পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৪০০৯ (জোগবানী - আনন্দ বিহার টার্মিনাল) স্পেশাল ০৯ থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ০৯.০০ ঘণ্টায় জোগবানী থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১৬.০৫ ঘণ্টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল পৌঁছবে। ২০টি কোচ নিয়ে গঠিত এই ট্রেনটিতে যাত্রীদের জন্য এসি ৩-টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও সেকেন্ড সিটিং কোচ থাকবে।

আরেকটি ট্রেন নং. ০৪০৪৮(আনন্দ বিহার টার্মিনাল - পূর্ণিয়া) স্পেশাল ০৮, ১১, ১৪ ও ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১৬০৫ ঘন্টায় পূর্ণিয়া পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৪০৪৭ (পূর্ণিয়া - আনন্দ বিহার টার্মিনাল) স্পেশাল ০৯, ১২, ১৫, ও ১৮ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে ১৬৫৫ ঘন্টায় পূর্ণিয়া থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১৭৫০ ঘন্টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল পৌঁছবে। ট্রেনটি যাত্রীদের জন্য সাধারণ সিটিং কোচ সহ অসংরক্ষিত হিসাবে চলবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডি কক, কোহলি, রোহিত, ওয়ার্নার, রবীন্দ্র, জাম্পা...কে হবেন বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়

কলকাতা ঃ ২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ নাটকের প্রথম পর্ব শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, তার সংক্ষিপ্তকরণ করে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সগুলো একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। কত রঙিন রঙিন মুহূর্তই না তৈরি করেছেন কুইন্টন ডি কক, ডেভিড ওয়ার্নার, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রাচিন রবীন্দ্র, এইডেন মার্করাম, দিলশান মাদুশঙ্কা, অ্যাডাম জাম্পা, শাহিন আফ্রিদি, মার্কো ইয়ানসেন, যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ শামিরা। কত কত নাম এসে গেল! তাঁদের সবাই এখন পর্যন্ত এবারের বিশ্বকাপকে আলোকিত করেছেন আপন আলোয়। কিন্তু এই যে এতজনের নাম বলা হলো, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঝরে পড়বেন ফাইনালের আগে। তাঁদের দল উঠতে পারবে না শিরোপা জয়ের চূড়ান্ত লড়াইয়ে। ব্যক্তিগত সেরার লড়াইয়ে তো একজন বাদে ঝরে পড়বেন বাকি সবাই। অথচ দেখুন, এখন পর্যন্ত 'কী ভয়ানক লড়াই'টাই না হচ্ছে! দক্ষিণ আফ্রিকার ডি কক চারটি শতকসহ ৭ ইনিংসে ৭৭.৮৫ গড়ে ৫৪৫ রান করেছেন। রবীন্দ্র এখানে করেছেন তিনটি শতক। ৮ ইনিংসে তাঁর রান ৫২৩। মাত্র একটি শতক করলেও চারটি অর্ধশতক কোহলির, যার তিনটি আবার ৮৫, ৯৫ ও ৮৮ রানের। ৭ ইনিংসে ৪৪২ রান নিয়ে এখন পর্যন্ত তিনি তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম গড়েছেন বিশ্বকাপের দ্রুততম শতক। কয়েক ম্যাচ পরই সেটি আবার ভেঙে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মাও তো ব্যাট হাতে আছেন দারুণ ছন্দে। এবার অনেকেই ধারণা করেছিলেন, বিশ্বকাপটা হতে পারে অলরাউন্ডারদের। কিন্তু ক্রিকেট সব্যসাচীদের কেউই এবার খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারেননি। মিচেল মার্শ কিছুটা ভালো করলেও পারিবারিক কারণে দেশে ফিরে গেছেন তিনি। ভারতের হার্দিক পান্ডিয়াও জ্বলে ওঠার আগেই ছিটেক গেছেন বিশ্বকাপ থেকে। ম্যাক্সওয়েল জ্বলেছেন একটিমাত্র ম্যাচে। পাকিস্তানের শাদাব খান তো একদমই ম্লান! তবে ব্যাটসম্যানদের বিশ্বকাপে বোলারদের কেউ কেউ ঠিকই জ্বলে উঠছেন। শ্রীলঙ্কার সেমিফাইনালের ভাগ্য শুধুই গাণিতিক হিসাবে টিকে থাকলেও দলটির পেসার দিলশান মাদুশঙ্কা আবার বল হাতে অনবদ্য ছন্দে আছেন। ৭ ইনিংসে ১৮ উইকেট নিয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি তিনি। ১৬ উইকেট নিয়ে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে আছেন জাম্পা, শাহিন আফ্রিদি ও ইয়ানসেন। দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলা ভারতের ফাস্ট বোলার বুমরার উইকেট ১৫টি। মোহাম্মদ শামি আবার মাত্র ৩টি ম্যাচ খেলেই নিয়েছেন ১৪ উইকেট। প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের জন্য ক্রমেই ভয়ংকর হয়ে উঠছেন ভারতের পেসার। ৫ উইকেট করে নিয়েছেন ২ ম্যাচে। ডি কক আবার শুধু উইকেটের সামনেই নয়, পেছনেও দুর্দান্ত। ১২টি ডিসমিসাল করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। এর মধ্যে ১১টি ক্যাচ নিয়েছেন, একটি স্টাম্পিং। ওয়ার্নার আবার নিয়েছেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬টি ক্যাচ। নিজে কী করেছেন, দলের এগিয়ে চলায় কতটা অবদান রাখতে পেরেছেন, ব্যক্তিগত আর দলীয়ভাবে চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছেন কি না, সব মিলিয়ে যিনি এগিয়ে থাকবেন, তাঁর হাতেই তো উঠবে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। সেই হিসাবে এখনই সংক্ষিপ্ত তালিকা করা মুশকিল। তবে এটা একপ্রকার নিশ্চিত, এখানে যে কজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে যাঁর দল বিশ্বকাপের ট্রফি পাবে কিংবা খেলবে ১৯ নভেম্বরের ফাইনালে, হয়তো তাঁর ভাগ্যেই জুটবে বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও।

ভারতীয় বিশ্বকাপ যেন বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে নতুন ঘ্রাণ

কলকাতা ঃ রোহিত শর্মার দল নিউজিল্যান্ডকে হারানোর পর ওয়াসিম আকরাম বলেছেন, ভারত ছুটছে 'ব্রেক ফেল করা ট্রেনের মতো।'

তো সেই ট্রেনের গতির বিবরণটাও দেওয়া যাক। বিশ্বকাপে সেটি ছিল ভারতের পঞ্চম ম্যাচ। তখনো পর্যন্ত সব ম্যাচেই রান তাড়া করে জিতেছে ভারত। কোনো ম্যাচেই ২৭৪-এর বেশি করতে হয়নি। অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানকে অলআউট করেছে দুই শর নিচে। জেতার নমুনাগুলোও নিশ্চয়ই জানা, ৭, ৭, ৮ ও ৬ উইকেটে। ওয়াসিম আকরামের ব্রেক ফেল করা ট্রেনের সামনে ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কাও উড়ে গেছে। বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা ২২৯ তাড়া করতে নেমে হেরেছে ১০০ রানে, আর ২৭ বছর আগের চ্যাম্পিয়নরা ৩৫৭ তাড়া করে ৩০২ রানে। জয়ের ব্যবধানগুলোয় একটি বার্তা স্পষ্ট। ভারতের গতির সঙ্গে টক্কর দেওয়া দূরে থাক, তাল মেলানোই কষ্ট!

মাঠের বাইরেও কি কেউ পারছে?

ডি কক, কোহলি, রোহিত, ওয়ার্নার, রবীন্দ্র, জাম্পা...কে হবেন বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়

ডি কক, কোহলি, রোহিত, ওয়ার্নার, রবীন্দ্র, জাম্পা...কে হবেন বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়

বিসিসিআই বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ড। শুধু বিশ্বকাপটা দেখেও কেউ বলতে পারেন, সবচেয়ে প্রভাবশালীও নয় কি? নইলে আইসিসির টুর্নামেন্টে পাকিস্তানি সমর্থক সংবাদকর্মীদের যাওয়ায় ভারতীয় ভিসা বাধা হয় কীভাবে? বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টের সূচি কীভাবে একাধিকবার পাল্টানো সম্ভব? আর টেলিভিশনের দিকে তাকালে তো মনে হয় বিশ্বকাপে খেলছে ভারত এবং অন্যরা।

যে টুর্নামেন্টে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হলো না, সেখানে আলাদা করে বাদ্যবাজনা হলো ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে। বিসিসিআই গ্যালারির দর্শকদের তেষ্টা মেটাতে মাঠে পানির ব্যবস্থা রেখেছে বটে, কিন্তু সেসব প্রত্যাশামতো খরচ হচ্ছে শুধু ভারতের ম্যাচেই। অন্য দলগুলোর ম্যাচে গ্যালারিতে তাকালে টুর্নামেন্টটা ঠিক বিশ্বকাপ বিশ্বকাপ লাগে না।

আইসিসিকে দুষে লাভ নেই। ইসিবির প্রধান নির্বাহী রিচার্ড গোল্ডের কথা শুনুন। গত জুলাইয়ে আইসিসির আয়ের বেশির ভাগ ভারত পাবে, এই সমর্থনে 'দ্য ফাইনাল ওয়ার্ড পডকাস্টে' বলেছিলেন, 'ভারতের দাপুটে অবস্থান লভ্যাংশ এনে দেওয়া ও খেলাকে এগিয়ে নেওয়ার সামর্থ্যের কারণেই। তাদের ১৪০ কোটি মানুষ, একটা খেলা, ১০টি (আইপিএল) দল ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দল আছে।'

আইসিসির মোট বাণিজ্যিক আয়ের ৮৫.৩ শতাংশ বিসিসিআইয়ের। আইসিসির বোর্ড অনুমোদিত রাজস্ব বণ্টন কাঠামোর (২০২৪-২৭) কথা উল্লেখ করে ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছিল এই তথ্য। সংশ্লিষ্ট নথিপত্রে এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা তারা না পেলেও অঙ্কটা যে অন্য একটি অঙ্কের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, তা বলা হয়েছিল ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে। সেটি হলো বৈশ্বিক ক্রিকেট অর্থনীতির ৭০-৮০ শতাংশ অর্থ আসে ভারতীয় ক্রিকেট থেকে। আগামী চক্রে বিসিসিআই তাই পাবেও বাকিদের চেয়ে ঢের বেশি-আইসিসির মোট আয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ। তাই আইসিসিকে দুষে কি লাভ! বরং জেনে রাখুন, ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক এ সংস্থাটির খুব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ অর্থ ও বাণিজ্যসংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান জয় শাহ। ঠিক ধরেছেন, তিনি বিসিসিআই সেক্রেটারিও।

জয় শাহ গ্যালারি থেকেই দেখছেন, মাঠের খেলায় রোহিতদের ওপরে কেউ নেই। ক্রিকেটে এখন আসলে ভারতের ওপরে কিছু নেই। আইসিসির সর্বোচ্চ টুর্নামেন্টে সেই প্রভাবটা কিন্তু স্পষ্ট।

২০১৯ বিশ্বকাপ শুরু হয়েছিল ৩০ মে। সূচি প্রকাশ করা হয়েছিল তার ১৩ মাস আগে। ২০১৫ বিশ্বকাপ আরেকটু সরেস। প্রথম ম্যাচের ১৮ মাস আগেই সূচি প্রকাশ করা হয়েছিল নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপের। টিকিট ও বিশ্বব্যাপী দর্শকদের খেলা দেখতে যাওয়ায় যেন কোনো ঝামেলা না হয়, সেটাও ছিল আগেভাগে সূচি প্রকাশের লক্ষ্য। ম্যাচের সূচি প্রকাশ না হলে টিকিট কাটবে কীভাবে? সে জন্য প্রস্তুতিরও একটা ব্যাপার থাকে।

কিন্তু এবার বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত বলেই বোধ হয় সবকিছু একটু আলাদা। সূচি প্রকাশ করা হয় বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র পাঁচ মাস আগে। একাধিকবার তা পাল্টে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা হয় ৯ আগস্ট, মানে বিশ্বকাপ শুরুর আগে মাঝে মাত্র দুই মাস সময় হাতে রেখে। বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ দেরি হওয়ার কারণ হিসেবে সামনে এনেছেন অংশগ্রহণকারী দেশ ও সম্প্রচারকদের বিভিন্ন লজিস্টিক সমস্যাকে।

জুনে আইসিসির প্রধান নির্বাহী জিওফ অ্যালারডিস বিবিসি টেস্ট ম্যাচ স্পেশালকে বলেছিলেন, 'আমরা যেকোনো সময় আয়োজকদের কাছ থেকে সূচি পেতে পারি...যে কোনো ইভেন্টেই আয়োজকদের সঙ্গে হাতে হাত রেখেই কাজ করতে হয়।' অ্যালারডিসের কথাতেই পরিষ্কার, টুর্নামেন্ট আইসিসির হলেও সূচি প্রকাশ থেকে পাল্টানো-এ সবকিছুই হয়েছে আয়োজকদের (বিসিসিআই) ইচ্ছায়।

বিসিসিআই সাধারণ দর্শকদের জন্য টিকিট ছেড়েছে গত ২৫ আগস্ট, বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র ৪১ দিন আগে। আবারও একটু পেছন ফেরা যাক। ২০১১ বিশ্বকাপে সহ-আয়োজক ছিল ভারত। সেবার প্রথম কিস্তির টিকিট ছাড়া হয়েছিল ২০১০ সালের জুনে। সর্বশেষ বিশ্বকাপেও (২০১৯) টিকিট ছাড়া হয় আগের বছরের সেপ্টেম্বর। কিন্তু এবার তা হয়নি। বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ ও টিকিট বিক্রিতে আইসিসি দৃশ্যত অনুপস্থিতই ছিল। গত জুনে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে বিবিসি টেস্ট ম্যাচ স্পেশালের সঙ্গে আলাপচারিতায় এ নিয়ে একরকম অসহায়ত্বই প্রকাশ করেছিলেন অ্যালারডিস। তবে বলেছিলেন, আশা করি সবকিছু 'যত দ্রুত সম্ভব প্রকাশ করা হবে।'

প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বৈরী রাজনৈতিক সম্পর্কের জেরে ঝামেলাটা প্রথম লাগে এশিয়া কাপে। ভারতীয় বোর্ড নিরাপত্তার অজুহাতে পাকিস্তানে দল পাঠায়নি। পিসিবি তখন বলেছিল, ভারতীয় ক্রিকেট দল তাদের দেশে খেলতে না গেলে বিশ্বকাপ খেলতে তারাও পাকিস্তান দলকে ভারতে পাঠাবে না। শেষ পর্যন্ত এশিয়া কাপে ভারতের ম্যাচগুলো হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। এরপর পাকিস্তানকে আসল খেলটা ভারত দেখায় বিশ্বকাপে।

সেটা শুধু মাঠের খেলায় পাকিস্তানকে ১৯২ রানে অলআউট করে ৭ উইকেটে তুলে নেওয়া জয়েই নয়, পাকিস্তানিদের বিশ্বকাপ দেখতে বলতে গেলে আসতেই দেওয়া হয়নি ভারতে!

গত ১৪ অক্টোবর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সামনে রেখে ভিসার আবেদন করেছিলেন প্রচুর পাকিস্তানি সমর্থক। অথচ ক্রিকইনফোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সেদিন পাকিস্তানের দর্শক ছিলেন মেরেকেটে তিনজন। সেটাও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সমর্থক।

এ ছাড়া পাকিস্তানের তিন হাজারের বেশি সংবাদকর্মী বিশ্বকাপ কাভার করতে ভিসার আবেদন করেছিলেন। সেখান থেকে যাচাই-বাছাই করে তালিকাটা নিয়ে আসা হয় ৬০ জনে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাকিস্তানের সংবাদকর্মী নাকি প্রেসবক্সে ছিলেন মাত্র তিনজন। যদিও এই তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। তবে পাকিস্তান দলকে যে ভ্রমণের মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে ভিসা দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এ জন্য ভ্রমণ পরিকল্পনাও পাল্টাতে হয়েছিল পাকিস্তান দলকে।

ভারতের ব্যাটিংবান্ধব উইকেটে রানপ্রসবা বিশ্বকাপের আশায়ই ছিলেন সবাই। সব ম্যাচে না হলেও সাড়ে তিন শ রানের বেশি হয়েছে একাধিক ম্যাচে। ১০টি ইনিংসে দলীয় রান ন্যূনতম সাড়ে তিন শ দেখা গেছে। আর কোনো বিশ্বকাপে দলীয় রান এত বেশিবার সাড়ে তিন শ পার হতে দেখা যায়নি। একবার চার শ পেরিয়ে যাওয়া স্কোরও দেখা গেছে, সেটি আবার বিশ্বকাপের ইতিহাসেই সর্বোচ্চ রানের দলীয় ইনিংস (দক্ষিণ আফ্রিকা, ৪২৮৫)। এখন টি-টোয়েন্টির যুগ, আর এই সংস্করণের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট আইপিএল ভারতেরই টুর্নামেন্ট, যেখানে রানের ফোয়ারা ছোটে। সেটাই আরেকটু বড় ব্যাপ্তিতে দেখা যাচ্ছে এবারের বিশ্বকাপে। আইপিএল সামনে রেখেও অনেক খেলোয়াড় নিজেদের নিংড়ে দিচ্ছেন বিশ্বকাপে। ভারতের মাটিতে পারফর্ম করতে পারলে আইপিএলে যে কদর বাড়বে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতে বিশ্বকাপ, অথচ নাচগান থাকবে না, বলিউডি ছোঁয়া থাকবে না, তা হয় না। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবার হয়নি। অথচ লিগ পর্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বকাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বিনোদনের সব উপকরণই ছিল। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ম্যাচের আগে সংগীত পরিবেশন করেন অরিজিৎ সিং, সুনীধী চৌহান, শঙ্কর মহাদেবন ও সুখবিন্দুর সিংয়ের মতো জনপ্রিয় গায়কেরা। যে টুর্নামেন্টে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানই হলো না, সেই টুর্নামেন্টের একটি বিশেষ ম্যাচের (ভারত-পাকিস্তান) দিন এমন আয়োজন প্রশ্ন তুলেছে। আইসিসির টুর্নামেন্টে দুটি দলকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া কতটা ঠিক হলো? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ (সাবেক টুইটার) ভারতের সমর্থকেরাই মন্তব্য করেছেন, 'শুধু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এসব কেন? কেন অন্য দলগুলোর ম্যাচেও এটা করা হবে না? এগুলো অন্য দলগুলোর প্রতি অসম্মানজনক।'

আসলে ক্রিকেট যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, সেখানে ক্রিকেটীয় চেতনা পৌঁছানোর সুযোগ এখন খুব কমই। নব্বই দশকের শুরুতে এই বিসিসিআই-ই ভারতের টিভি চ্যানেল দূরদর্শনকে ম্যাচ সম্প্রচারের জন্য প্রতি ম্যাচে পাঁচ লাখ রুপি করে দিত। এখন সেই বিসিসিআইকে আন্তর্জাতিক ম্যাচ সম্প্রচারপ্রতি ৫৫ কোটি টাকা করে দেয় স্টার স্পোর্টস। অবশ্য দল যখন মাঠে ভালো করে, তখন এটাই স্বাভাবিক। এ বছর মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও সেমিফাইনাল খেলেছে ভারতের মেয়েদের জাতীয় দল। আর ছেলেদের বিশ্বকাপে তো ভারত এরই মধ্যে নিরঙ্কুশ ফেবারিট। অন্য সব ম্যাচে দর্শকসংখ্যা যাহোক, ভারতের ম্যাচে কিন্তু গ্যালারিতে 'নীল সমুদ্র'ই দেখা যায়।

এই যে লাখ লাখ দর্শক, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এবং মাঠের বাইরে বোর্ডের প্রভাব-প্রতিপত্তি-এসবের সঙ্গে যদি রোহিত শর্মাদের মাঠের পারফরম্যান্সটাও যোগ করা হয়, তাহলে একটি শব্দই মাথায় আসে-ভারতীয় বিশ্বকাপ বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে নতুন ঘ্রাণ!

ওমান ভিসা দেবে না বাংলাদেশিদের, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে প্রভাব পড়বে?

ওমান (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশি নাগরিকদের সব ধরনের ভিসা দেয়া স্থগিত করেছে ওমান। দেশটির রয়্যাল পুলিশ এক ঘোষণায় এটি জানিয়েছে। একই সাথে 'টুরিস্ট' কিংবা 'ভিজিট ভিসা' নিয়ে ওমান গেলে সেটি 'ওয়ার্ক ভিসায়' পরিবর্তন করা যাবেনা। গত ৩১শে অক্টোবর থেকে সব দেশের জন্য এটি কার্যকর করা হয়েছে।

ওমানের জনসংখ্যা ৫০ লাখের মতো। বাংলাদেশের দূতাবাস থেকে বলা হচ্ছে, ওমানে ২০ লাখের মতো প্রবাসী শ্রমিক রয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সংখ্যা সাত লাখের উপরে।

ঢাকায় ওমান দূতাবাসের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হচ্ছে এটি ওমানি শ্রম বাজারের চাহিদা ও স্থিতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার একটি প্রয়াস যার উদ্দেশ্য বর্তমান শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা উভয়ের অধিকার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশে দূতাবাস বিষয়টিকে 'সাময়িক পদক্ষেপ' হিসেবে বর্ণনা করেছে। এছাড়া বিষয়টি কোনভাবেই 'রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির নয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। ওমানে বাংলাদেশের দূতাবাস থেকে বলা হচ্ছে, সেখানে যত বাংলাদেশি আছেন সে তুলনায় কর্মসংস্থান নেই। ফলে অনেকেই যারা আগে থেকে চাকরি নিশ্চিত করে যাচ্ছেন না। তাদের অনেককে বেকার থাকতে হচ্ছে অথবা স্বল্প মজুরিতে তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে, যেটা তাদের শ্রম অধিকার খর্ব করে। ওমানে বাংলাদেশ দূতাবাসের উপপ্রধান মৌসুমী রহমান বলেন, অনেক সময় কাজ না পেয়ে তারা দালালদের খপ্পরে পড়ে পাচারেরও শিকার হন। অনেকে ইরান বা তুরস্কের মতো দেশ হয়ে ইউরোপ পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করেন। এমন নানাবিধ কারণে শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং অধিকার নিশ্চিত করতেই এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পুরো জিনিসটা রিস্ট্রাকচার করে ওদের যদি কোনো পলিসিগত পরিবর্তন করতে হয় সেটা করে তারা আবার এটা চালু করবে বলছিলেন মৌসুমী রহমান। বাংলাদেশিরা সাধারণত 'টুরিস্ট ভিসায়' না গেলেও 'ভিজিট ভিসায়' অনেকে ওমান যান, যাদের অনেকেই আর কাজ পান না।

মৌসুমী রহমান বলেন, দূতাবাসে প্রতিনিয়তই ৫০-১০০ জন করে আসেন, যারা জানান যে মাস বা বছরব্যাপী থেকেও ওমানে কোনো কাজ পাননি তারা এবং দেশে ফিরে যেতে চান।

বিদেশে কাজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশিরা যেসব দেশে গন্তব্য হিসেবে বেছে নেন তার মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে আছে ওমান।

২০২২ সালে অবশ্য একধাপ এগিয়েছে ওমান। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর হিসেবে ২০২২ সালে সৌদি আরবের পর দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল ওমান। সে বছর ওমানে গিয়েছিল প্রায় এক লাখ আশি হাজার বাংলাদেশি।

অভিবাসন নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান রামরু বলছে, চলতি বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক লাখের বেশি বাংলাদেশি এরই মধ্যে ওমানে পাড়ি দিয়েছে।

এটা বাংলাদেশের একটা ট্রেন্ড (প্রবণতা) যে একটা দেশে লোক পাঠাতে থাকলে অনবরত সেটা চলতেই থাকে, বলছিলেন রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী।

তিনি বলেন, কোন একটি দেশে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি চলে গেলে তখন এমন 'নিষেধাজ্ঞা' দেয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে দেখা গেছে এমন নিষেধাজ্ঞা, সৌদি আরবেও ছয় সাত বছর ছিল এমন নিষেধাজ্ঞা, এটাও সেরকমই একটা নিষেধাজ্ঞা, বলেন অধ্যাপক তাসনীম সিদ্দিকী।

নানা কারণে মালয়েশিয়াতেও চার বছরের মতো বাংলাদেশি কর্মী নেয়া বন্ধ ছিল, যেটা ২০২২ সালের অগাস্ট মাস থেকে আবার শুরু হয়েছে। বাহরাইনেও বাংলাদেশিদের জন্য শ্রমবাজার বন্ধ ছিল প্রায় সাড়ে চার বছর। পরবর্তীতে এটি আবারো চালু হয়েছে।

ওমানে ভিসা বন্ধের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন সম্প্রতি সাংবাদিকদের বলেন, ঠিকমতো চাকরির বন্দোবস্ত না করেই অনেককে আদম ব্যবসায়ীরা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে হয়তো সাময়িক এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। কেউ যাতে অবৈধ অভিবাসনে না যান সেই অনুরোধও করেন তিনি।

ওমানে এমন সিদ্ধান্তের প্রাথমিক প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের উপর। রিজার্ভ সংকটের মধ্যে বিদেশে একটি বড় শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাওয়া বড় মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।

আমাদের যদি ৫০ হাজার লোকও বছরে কোনো দেশে গিয়ে থাকে সেটা বন্ধ হলে তো সেটার রেমিট্যান্সের সুযোগও বন্ধ হয়ে যাবে বলছিলেন আন্তর্জাতিক রিক্রুটিং এজেন্সিদের সংস্থা বায়রার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আবুল বাশার। ঢালাওভাবে বেশি কর্মী কোনো দেশে গেলে তাদেরকে নিয়ে যখন সমস্যা দেখা দেয় তার প্রভাবটা পড়ে অন্যদের উপরে এসে পড়ে। মিঃ বাশার বলছিলেন, আমাদের আবুধাবি বন্ধ হয়ে গেলো, এখন ওমান, পাশাপাশি যদি কুয়েত বা কাতার বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের লোক যাওয়ার মতো জায়গা সৃষ্টি হচ্ছে না। এই শঙ্কা যে শুধু মিঃ বাশারের তেমনও না। যে কারণে ওমানে ভিসা দেয়া বন্ধের কথা উঠে আসছে সেই একই কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাতেও ভিসা দেয়া বন্ধ হতে পারে বলে মনে করেন দুবাইতে গালফ নিউজের সাবেক সিনিয়র সাংবাদিক সাইফুর রহমান।

কোভিড-১৯ মহামারির পর প্রচুর বাংলাদেশি আরব আমিরাতে গিয়েছেন যাদের কিছু অংশের মাত্র কাজের সুযোগ হয়েছে, বাকিরা অবৈধ অভিবাসী হয়ে গেছে, বলেন মি. রহমান।

অবৈধের সংখ্যা যখন মাত্রাধিক হয়ে যায় তখন একটা নিরাপত্তা হুমকির মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন সেই দেশের নাগরিককে হাই রিস্ক ক্যাটাগরিতে ফেলে ভিসা স্থগিত করে দেয়, অনেক সময় ট্যুরিস্ট ভিসাও বন্ধ করে দেয়, বলছিলেন মিঃ রহমান।

তিনি বলেন, দুটি বড় এয়ারলাইন এমিরেটস এবং ফ্লাই দুবাই - ব্যবসায়িক স্বার্থে এখন পর্যন্ত দুবাই ভিসা দিচ্ছে, কিন্তু সরকার হস্তক্ষেপ করে সিদ্ধান্ত নিলে সেখানেও বাংলাদেশিদের ভিসা স্থগিতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আরব দেশগুলোতে কর্মী যাতায়াতের ক্ষেত্রে ইউরোপ-আমেরিকার মতো শক্তভাবে যাচাই-বাছাই করা হয় না বলেই ঢালাওভাবে অদক্ষ কর্মী যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় বলে মনে করেন তিনি।

এই মুহূর্তে ওমানের ভিসা বন্ধ হয়ে যাবার বিষয়টি বাংলাদেশের বাজারের উপর খুব বড় প্রভাব পড়বে মনে করছেন না তাসনীম সিদ্দিকী।

এই বছর হয়তো একটু কম যাবে, পরের বছর দেখা যাবে আরেকটা দেশ বের করে সেখানে যাচ্ছে বলছিলেন তিনি।

এর আগেও যতবার হয়েছে সেগুলো বাংলাদেশের জন্য খুব বিশাল কোনো সংকট হিসেবে আসেনি বলেই উল্লেখ করেন মিস সিদ্দিকী।

তবে দীর্ঘমেয়াদে এমন সমস্যা ঠেকাতে কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর দিকে জোর দেন অধ্যাপক সিদ্দিকী। এর পাশাপাশি বৈধ কাগজপত্র এবং চাকরি নিশ্চিত করে প্রবাসে যাওয়া জরুরী বলে মনে করেন তিনি।

নানা অনিয়মের কারণে যখন কোনো একটি দেশে এমন ভিসা স্থগিত করা হয় তখন সে কারণে বৈধভাবে যাতায়াতকারীদের উপরে প্রভাব পড়ে বলে মনে করেন অধ্যাপক সিদ্দিকী।

টুকরো খবর

সোনারপুরের একটি সোনা দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি

সোনারপুর ঃ সোনারপুরের একটি সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সোনারপুরের বারেন্দ্র পাড়াতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে সোনারপুরের ওই সোনা দোকানে দুটি বাইকে করে চারজন দুস্কৃতী আগ্নেয়াস্থ নিয়ে তারা ঐ সোনা দোকানে ঢোকে। ব্যাপক লুটপাট চালায় সোনা দোকানে । ডাকাতিতে বাধা দিলে বন্দুক দিয়ে সোনা দোকানের মালিক ও বেশ কয়েকজনকে বেধড়ক মারধর করে দুস্কৃতীরা। ডাকাতিতে বাধা দেওয়াতে দুস্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয় ওই সোনা দোকানের মালিক। বন্দুকের হাতল দিয়ে ওনার মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওই সোনা দোকানে লুটপাট চালিয়ে এরপর দুস্কৃতীরা দুটি বাইকে করে এলাকা থেকে চম্পট দেয়। এরপর স্থানীয়রা দুস্কৃতীদের আটকানোর চেষ্টা করলে শূন্যে গুলি গুলি চালাতে থাকে দুস্কৃতী। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ওই আভিজাত্য সোনা দোকানের মালিক সজন পাড়ুই তিনি জানান ,আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেল । কিছুই অবশিষ্ট রাখিনি দুস্কৃতীরা। পুজোর মৌসুমের জন্য দোকানের ক্রেতাদের ভিড় ছিল। সেই সময় দুটি বাইকে করে প্রায় চারজন দুস্কৃতির দোকানে ঢোকে দুজন দুস্কৃতীদের হাতে নষ্ট ছিল দেখি দোকানে থাকা প্রায় লক্ষাধিক টাকার গয়না ও কয়েক লক্ষ টাকা নগদ টাকা লুট করে দুস্কৃতীরা। দুস্কৃতীদের বাধা দিলে আমাকে বেধড়ক মারধর করে এমনকি বন্দুক দিয়ে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এরপর আমি চিৎকার শুরু করেছি, আমার চিৎকার শুনে স্থানীয় বেশ কয়েকজন সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে দুস্কৃতীরা বাইকে করে পালিয়ে যাই গুলি ছুটতে ছুটতে। এই দুঃসাহসিক ডাকাতের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এলাকাবাসীরা। এই দুঃসাহসিক ঘটনা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। সোনারপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুঃসাহসিক ডাকাতের ঘটনার তদন্ত শুরু করে দেয়াও হয়েছে। রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দুস্কৃতীদের চিহ্নিতকরণের কাজ চালানো হচ্ছে।

মঙ্গলবাড়ী পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রায় এগারো লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয়

মালদা ঃ পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের নলডুবি গ্রামের বেহাল রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল, তাই মঙ্গলবাড়ী পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রায় এগারো লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয় এবং এই কাজের শুভ উদ্বোধন করেন ফিতা কেটে এবং নারকেল ফাটিয়ে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মৃণালিনী মন্ডল মাইতি এবং মঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের প্রধান বাপ্পা দাস সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। দীর্ঘদিন পর এই রাস্তাটি ঢালাই হওয়ায় এলাকাবাসিরা খুশি।

সোশ্যাল মিডিয়ার বাজারে লুপ্ত রেডিওর ব্যবহার।পুজো আসলেই রেডিওর স্মৃতি জ্বল জ্বল করে ওঠে রেডিও মিস্ত্রিদের সামনে

মালদা ঃ সোশ্যাল মিডিয়ার বাজারে লুপ্ত রেডিওর ব্যবহার।পুজো আসলেই রেডিওর স্মৃতি জ্বল জ্বল করে ওঠে রেডিও মিস্ত্রিদের সামনে।খোকন সাহা পেশায় ছিলেন রেডিও মিস্ত্রি। সেই অর্থেই এখন আর রেডিও সারাইয়ের কাজ করেন না।এক সময় এই মহালয়ার সময় মাস খানেক আগে থেকে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতে হত। তাঁর কাছে জানা গেল, ষাট-সত্তর দশকের দিকে তখন নেতাজি মোড়ে রেডিও সারাইয়ের দোকান বলতে বীণাপাণি মিউজিক মার্ট, রেডিও ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন, তারবেতার ও বেতারবাণী এবং খোকনবাবুদের দোকানটি। এখনও সে-সব দিনের কথা ভুলতে পারেন না খোকনবাবু। মনটা অস্থির হয়ে উঠলেই নিয়ে বসেন ৯০ ভোল্ট ব্যাটারির ড্রাইসেট রেডিও কিংবা ভাল্ব সেট(৭০ বছরেরও পুরনো রেডিও এটি)। ট্রান্সিডিসটর রেডিও রকমারি সম্ভার রয়েছে তাঁর কাছে। তাঁর বাড়িখানাই যেন একটি সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছে। মহালয়ার আগে অভ্যেস বসত এখনও পুরনো রেডিও নিয়ে সারাইয়ের কাজে বসে পড়েন তিনি। তাঁর সংগ্রহে এইচএমভি ছাড়াও ফিলিপস, টেলিফাঙ্কান, মুরার্ড, জিইসি, এইচজিইসি-সহ বেশ কিছু রেডিও রয়েছে। খোকবাবু জানান, দাদা স্বর্গীয় বিমলকুমার সাহার কাছে রেডিও মেরামতির হাতে খড়ি। এক সময় মহালয়ার আগে রেডিও মেরামতির জন্য আমাদের দোকানে ভিড় পড়ে যেত। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন তাঁরা। কাজের চাপ ছিল, পুজোর আগে বেশ আনন্দও পেতাম। সেই আনন্দের কথা এখন মনে পড়লে দুঃখ পাই। যদিও মহালয়ার সকালে তিনি নিজের হাতে তৈরি পুরনো টেপ রেকর্ডারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় মহালয়া শুনতে ভালবাসেন। এদিন সেটিও ঝাড়পোছ করতে দেখা গেল তাঁকে।তিনি বলেন, বর্তমানে বিক্রি হয়না রেডিও। যদিও কারো বাড়িতে পুরনো রেডিও থাকলে সেটি খারাপ হয়ে পরে রয়েছে।ঠিক করার উপায় নেই কারণ বাজারে তার পার্টস পাওয়া যায়না।

বোনাস ইশুকে কেন্দ্র করে বন্ধ হয়ে গেল ডুয়ার্সের আরো একটি চা বাগান

জলপাইগুড়ি ঃ বোনাস ইশুকে কেন্দ্র করে বন্ধ হয়ে গেল ডুয়ার্সের আরো একটি চা বাগান। মহালয়ার দিন বানারহাট ব্লকের চামুর্চী চা বাগানের পরিচালন কর্তৃপক্ষ চা বাগান ছেড়ে চলে যায়। শনিবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে শ্রমিকেরা বাগানের ফ্যাক্টরির গেট বন্ধ দেখেন, যদিও বাগানের গেটে বাগান বন্ধের কোনও নোটিশ লাগানো ছিল না। এর পরই চা বাগানের গেটে বিক্ষোভে ফেঁটে পড়েন শ্রমিকেরা। বাগান বন্ধ হওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়লেন চামুর্চীর ১০৭৪ জন স্থায়ী শ্রমিক। চামুর্চী চা বাগানে গত বছর ১৭ বোনাস হয়েছিল। এবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তাদের সাথে বাগান কর্তৃপক্ষের ১৫ বোনাসের চুক্তি হলেও শ্রমিকেরা জানান তাদের এই পরিমান বোনাস দিতে চাইছিল না বাগান কর্তৃপক্ষ। তারা বোনাস চুক্তির পরও ১০ বোনাস দিতে চাওয়ায় শ্রমিকেরা প্রতিবাদ জানান। শনিবার সকালে ১ ঘন্টার জন্য গেট মিটিং করে শ্রমিকেরা কাজে যোগ দেওয়ার জন্য চিঠি দিয়ে অনুমতি নিয়েছিল। এর পরই রাতের অন্ধকারে বাগান ছেড়ে চলে যায় ম্যানেজার সহ পরিচালন কর্তৃপক্ষ। সকালে কাজে যোগ দিতে এসে বাগানের গেট বন্ধ দেখে দীর্ঘ সময় সেখানেই শ্রমিকেরা প্রতিবাদ জানান, এর পর চামুর্চী চা বাগানে শ্রমিকেরা এর পর বাগান থেকে বেড়িয়ে ভারত-ভুটান সড়ক অবরোধ করেন এবং চামুর্চী আউট পোস্টের সামনে দীর্ঘ সময় রাস্তা আটকে বসে থাকেন। এখনো তারা আন্তর্জাতিক সড়কেই বসে রয়েছেন, ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে বানারহাট থানার চামুর্চী আউট পোস্টের পুলিশ।

জাতীয় সড়কের ধার থেকে এক ব্যাক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

আলিপুরদুয়ারঃ জাতীয় সড়কের ধার থেকে এক ব্যাক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার।ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। রবিবার সকালে আলিপুরদুয়ার গরমবস্তি এলাকায় ৩১নং জাতীয় সড়কের ডীমা সেতু এলাকায় সড়কের ধার থেকে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে কালচিনি থানার নিমতি আউট পোষ্টের পুলিশ। জানা গিয়েছে মৃত ব্যাক্তির নাম গৌরব মুখার্জি,আলিপুরদুয়ার ভোলারডাবরির বাসিন্দা।মৃতদেহের মাথায় চোট রয়েছে এবং কপালেও আঘাত রয়েছে। কালচিনি পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে এবং মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে বিধায়ককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ।

কোচবিহার ঃ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে শীতলকুচির বিধায়ক বরেন বর্মন কে ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ শীতলকুচির ছোট শালবাড়ির খেজুরতলা এলাকায় বিধায়ক বরেন বর্মন দলীয় কর্মসূচিতে গেলে তাকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। তৃণমূলের দাবি বরেন বর্মন নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকে তাকে এলাকায় দেখা যায় না। আজ শান্তিপূর্ণ ছোট শালবাড়ি এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে গেলে, স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের ন্যায্য একশো দিনের কাজের টাকার দাবি জানায়।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
05:11:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

'আগামী সপ্তাহে আসছে বিএনপির অসহযোগ'

ঢাকা ঃ আগামী সপ্তাহে আসছে বিএনপির 'অসহযোগ' ¯ সমকালের শিরোনাম। পত্রিকাটি বলছে বিএনপি তাদের সমমনাদের নিয়ে সরকার পতনে এক দফার চূড়ান্ত আন্দোলনে টানা কর্মসূচির পরিকল্পনা করছে। রোববার থেকে ৪৮ ঘন্টার অবরোধ শেষে একদিন বিরতি দিয়ে বুধবার থেকে আবারও দুদিনের অবরোধ দেবে। আর ১২ই নভেম্বর থেকে তারা বিরতিহীন কিংবা অসহযোগ আন্দোলনে নামতে যাচ্ছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। কেউ আগুন দিলে তাকে সেই আগুনেই ফেলা উচিত ঃ প্রধানমন্ত্রী ¯ ইত্তেফাকের শিরোনাম এটি। খবরে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আগুন সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন অবরোধের নামে কেউ আগুন দিতে এলে তাকে সেই আগুনেই ফেলে দেয়া উচিত। তা হলে তারা সিধে হবে, না হলে হবে না। যে যেমন তার সঙ্গে তেমনটি করতে হয়। যেমন কুকুর তেমন মুগুর দিতে হয়। নির্বাচনের আগে ষড়যন্ত্রকারীদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে দলের নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন তিনি। শুক্রবার জেল হত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন, অবরোধের নামে অগ্নিসন্ত্রাস করে আর যেন একটাও পার না পায়।

নেপালের ভূমিকম্পে নিহত অন্তত ১৩৩, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

জাজারকোট (এজেন্সী) ঃ নেপালের পশ্চিমাঞ্চলের জাজারকোটে ভূমিকম্পে অন্তত ১৩৩ জন নিহত হয়েছেন বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। নেপাল পুলিশের মুখপাত্র কুবের কাদায়াত বিবিসিকে বলেন, শুক্রবার রাতের ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জাজারকোট ও রুকুম পশ্চিম জেলায়। তিনি জানিয়েছেন, জাজারকোটে ৯৫ জন এবং রুকুম পশ্চিমে ৩৮ জন মারা গেছেন। দুই জেলায় ১৪০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।

দেশটির ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে ৬ দশমিক ৪ মাত্রার এই ভূমিকম্প আঘাত হানে শুক্রবার মাঝরাত নাগাদ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি ছিল ৫ দশমিক ছয় মাত্রার একটি স্বল্প গভীরতার ভূমিকম্প। অর্থাৎ এটির উৎপত্তি স্থল ভূপৃষ্ঠ থেকে কম গভীরে ছিল। নেপাল পুলিশ, নেপাল সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন। নেপালকে একরকম ধ্বংস করে দিয়েছিল ২০১৫ সালের যে ভয়াবহ ভূমিকম্প, তারপর শুক্রবার রাতের ভূমিকম্পকে নেপালের সবচেয়ে প্রাণঘাতী ভূমিকম্প হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

নেপাল সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কৃষ্ণ প্রসাদ ভান্ডারি বলেন, যেসব এলাকায় ভূমিকম্প হয়েছে সেখানে স্থানীয় ভাবে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। সুরখেতে আট প্ল্যাটুন সেনা সহ হেলিকপ্টারও নামানো হয়েছে উদ্ধারকাজের জন্য। অন্যান্য এলাকাতেও হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে বলে বাহিনী জানিয়েছে।

তিনি বলেন, 'জাজারকোট ও রুকুম পশ্চিমে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেক ঘরবাড়ি ধসে পড়েছে এবং নিহত ও আহতের সংখ্যাও বেশি।

তিনি আরও জানান, সুরক্ষেতে ব্যাটালিয়ন থেকে নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি দল কেন্দ্রে মোতায়েনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে রাজধানী কাঠমান্ডুতেও ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়।

এ ছাড়া প্রতিবেশী ভারতের দিল্লিসহ কয়েকটি শহরেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

রুকুম পশ্চিমের আথাবিসকোট পৌরসভা শুক্রবার মধ্যরাতের শক্তিশালী ভূমিকম্পে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বলে জানা যাচ্ছে।

পৌরসভার মেয়র রবি কেসি ও স্থানীয় সাংবাদিক অর্জুন বিস্তা বিবিসিকে বলেন, ৪৩ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছেন।

মাঝরাতে প্রায় সাত সেকেন্ড ধরে কম্পন চলেছে। কয়েকবার আফটার শকও অনুভব করেছি আমরা, জানিয়েছেন মি. কেসি। তার কথায়, প্রায় ৩৫,০০০ জনসংখ্যার আথাবিসকোট পৌরসভায় শত শত বাড়ি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা হাজার হাজার। বিশেষ করে মাটির বাড়িগুলো ধসে পড়েছে। অন্যান্য বাড়িও ধসে পড়েছে, বলছিলেন মেয়র।

আথাবিসকোটের সাংবাদিক অর্জুন বিস্তা বলেন, বাড়িগুলির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আমার নিজের বাড়িও ধসে পড়েছে, তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

আহতদের চিকিৎসার জন্য রাঞ্জার নেপাল আর্মি হাসপাতাল, নেপালগঞ্জ পুলিশ হাসপাতাল ও ভেড়ি হাসপাতালে ১০৫টি শয্যা খালি রাখা হয়েছে।

কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে নেপালগঞ্জের সংবাদদাতা বিমলা চৌধুরী বলেন, রোগীদের জন্য প্রযোজনীয় রক্তের ব্যবস্থা করতে রক্তদানের জন্য নিরাপত্তা কর্মীদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

কর্ণালি প্রদেশের পুলিশ প্রধান ডিআইজি ভীম প্রসাদ ধাকাল জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের পরপরই পুলিশসহ নিরাপত্তা কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার কাজ শুরু করেছেন।

তিনি জানান, উদ্ধারের জন্য কর্ণালি রাজ্য পুলিশ অফিস থেকে ৫৬ সদস্যের একটি দল পাঠানো হয়েছে।

ডিআইজি ধাকাল বলেন, পুলিশ হাসপাতাল থেকে ওষুধসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি দল ইতোমধ্যে ভূমিকম্প কবলিত এলাকায় রওনা হয়েছে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন স্থানে শুকনো ভূমিধ্বসের কারণে উদ্ধার কাজ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। বিমান উদ্ধারের চেষ্টাও চলছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ডা ভূমিকম্প কবলিত এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে যোগ দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি সকালেই হেলিকপ্টারে করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে পৌঁছেছেন আর মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন।

গাজায় 'আর কোনো জায়গা নিরাপদ নেই' ঃ জাতিসংঘ

জেনেভা ঃ গাজায় ইসরায়েলি হামলা চলমান থাকায় সেখানে আর কোনো জায়গাই নিরাপদ নেই বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার পরিচালক টমাস হোয়াইট মন্তব্য করেছেন সেখানকার বাসিন্দাদের বাঁচাতে জাতিসংঘের প্রায় কোনো কিছুই করার নেই ।

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় এরই মধ্যে ৯ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে বলে জানিয়েছে গাজার হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তাদের হিসেব অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ২২ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।

সবশেষ ইসরায়েলি বিমান হামলার শিকার হয়েছে মধ্য গাজার আল শিফা হাসপাতাল থেকে রাফাহ ক্রসিংয়ে যেতে থাকা একটি অ্যাম্বুলেন্সের বহর। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে ঐ হামলায় অন্তত ১৩ জন মারা গেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে হাসপতাল থেকে আহতদের নিয়ে রাফাহ সীমান্ত পার করছিল ঐ অ্যাম্বুলেন্সের বহরটি। হামাস দাবি করেছে যে ইসরায়েলি বাহিনী এই হামলা করেছে। নেয়া হয়েছে। একটি ভিডিওতে দেখা যায় হাসপাতালের বাইরে রাস্তায় বিপুল পরিমাণ রক্তের মধ্যে কয়েকজন মানুষ পড়ে আছে ¯ যাদের মধ্যে কেউ কেউ নিথর হয়ে পড়ে আছে আবার কেউ আহত হয়ে ছটফট করছেন।।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন বৈঠক করেন এবং মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান করেন। কিন্তু নেতানিয়াহু বলেছেন, জিম্মিদের মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত হামলা বন্ধ হবে না। তেল আভিভে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে বৈঠকে মি. ব্লিঙ্কেন প্রস্তাব তোলেন যেন জরুরি ত্রাণ ও সহায়তা গাজায় প্রবেশ করার জন্য মানবিক বিরতির আহ্বান মেনে নেয়া হয়। কিন্তু মি. নেতানিয়াহু জানান যে হামাসের কাছে জিম্মি থাকা বন্দিদের তারা মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির কোনো চুক্তি করবেন না তিনি।

যুদ্ধবিরতি আর মানবিক বিরতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল মানবিক বিরতি অপেক্ষাকৃত কম সময়ের জন্য কার্যকর হয়। কখনো কয়েক ঘণ্টার জন্যও কার্যকর করা হয়ে থাকে মানবিক বিরতি। শুধুমাত্র মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্যই

মানবিক বিরতি আহ্বান করা হয়ে থাকে।

হামাসের হাতে এখনও ২০০ জনের বেশি মানুষ জিম্মি রয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

হামাস ও ইসরায়েলি বাহিনীর মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর শুক্রবার প্রথমবারের মত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরাল্লাহ বক্তব্য দেন। তার বক্তব্যে ইসরায়েলের ওপর হামাসের চালানো হামলার প্রশংসা করেন তিনি। তিনি যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন. সেসময় লেবানন সংলগ্ন ইসরায়েলের সীমান্তে অইডিএফ 'অত্যন্ত সতর্ক' অবস্থায় ছিল বলে জানায় তারা। তাদের আশঙ্কা ছিল হেজবুল্লাহ নেতা তার বক্তব্যে যুদ্ধের ইঙ্গিত দিলে হেজবুল্লাহ সদস্যরা ইসরায়েলের ওপর হামলা শুরু করতে পারে।তবে হেজুবল্লাহ প্রধান তার বক্তব্যে দলটির পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত দেননি।

ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেসও নিশ্চিত করেছে যে তারা একটি অ্যাম্বুলেন্সে হামলা করেছে। তবে তারা বলছে, ঐ অ্যাম্বুলেন্সটিতে হামাস সদস্যরা ছিল।

বিবিসি এরই মধ্যে কয়েকটি ভিডিও ফুটেজ যাচাই করেছে যেগুলো আল শিফা হাসপাতালের বাইরে বিস্ফোরণের জায়গা থেকে নেয়া হয়েছে। একটি ভিডিওতে দেখা যায় হাসপাতালের বাইরে রাস্তায় বিপুল পরিমাণ রক্তের মধ্যে কয়েকজন মানুষ পড়ে আছে ¯ যাদের মধ্যে কেউ কেউ নিথর হয়ে পড়ে আছে আবার কেউ আহত হয়ে ছটফট করছেন।।

কয়েকটি ভিডিও যাচাই করে দেখা যায় ঐ ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত বা নিহত হয়েছেন।

বিবিসি এরই মধ্যে কয়েকটি ভিডিও ফুটেজ যাচাই করেছে যেগুলো আল শিফা হাসপাতালের বাইরে বিস্ফোরণের জায়গা থেকে

গাজায় হামলা চলতে থাকলে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে যাবে ¯ হেজবুল্লাহ প্রধানের হুশিয়ারি

গাজা (এজেন্সী) ঃ গাজায় চলমান সংঘাত ও বেসামরিক নাগরিক মারা যাওয়ার পেছনে যুক্তরাষ্ট্র দায়ী এবং গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা চলতে থাকলে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেছেন লেবাননের শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরাল্লাহ।

সাতই অক্টোবর হামাস ও ইসরায়েলি বাহিনীর সংঘাত শুরু হওয়ার পর এই প্রথমবার বক্তব্য রাখলেন তিনি। ধারনা করা হচ্ছিল এই বক্তব্যে হেজবুল্লাহর পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে ইঙ্গিত দিবেন তিনি। তবে হেজবুল্লাহ ইসরায়েলি বাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধে জড়াবে কিনা, সে বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু জানাননি তিনি।

হাসান নাসরাল্লাহ তার বক্তব্য শুরু করেন ইসরায়েলি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে 'শহীদ' হওয়া হেজবুল্লাহ সদস্য ও ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। সাতই অক্টোবর ইসরায়েলের ভেতরে হামাস যোদ্ধাদের হামলারও প্রশংসা করেন তিনি। তিনি অভিযোগ তোলেন গাজায় চলমান সংঘাতের দায় পুরোপুরি যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইসরায়েল এখানে নির্বাহী মাত্র।

হেজবুল্লাহ প্রধান কোথা থেকে এই বক্তব্য দিয়েছেন তা জানা যায়নি। তবে লেবাননের রাজধানী বেইরুত সহ আরো কিছু শহরে তার বক্তব্যের সরাসরি সম্প্রচার দেখার জন্য রাস্তায় জড়ো হয় হাজার হাজার মানুষ। ১৯৯২ সাল থেকে হেজবুল্লাহর শীর্ষ নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হাসান নাসরুল্লাহ হেজবোল্লাহকে সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে উন্নত করার পাশাপাশি এই গোষ্ঠীটিকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিণত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ইরানের শীর্ষ নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনির সাথে হাসান নাসরাল্লাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ইরানের সাবেক শীর্ষ নেতা আয়াতোল্লাহ রুহুল্লা খোমেনি ১৯৮১ সালে নিজের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নাসরাল্লাহকে লেবাননে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার আশঙ্কায় বহু বছর তিনি জনসম্মুখে আসেননি। তবে হেজবুল্লাহ সদস্য আর লেবাননের মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি নিয়মিত ভাষণ দিয়ে থাকেন, যা টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়। এবারের ভাষণের পাঁচদিন আগে থেকে লেবাননের বিভিন্ন জায়গায় এর সময়সূচী ঘোষণা করে তারা।

অক্টোবর মাসে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার তীব্রতা বাড়ার পর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর ওপর হেজবুল্লাহর আক্রমণের মাত্রাও বেড়েছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তাদের সংঘাত লেবানন ইসরায়েল সীমান্তেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর দুই পক্ষই বড়

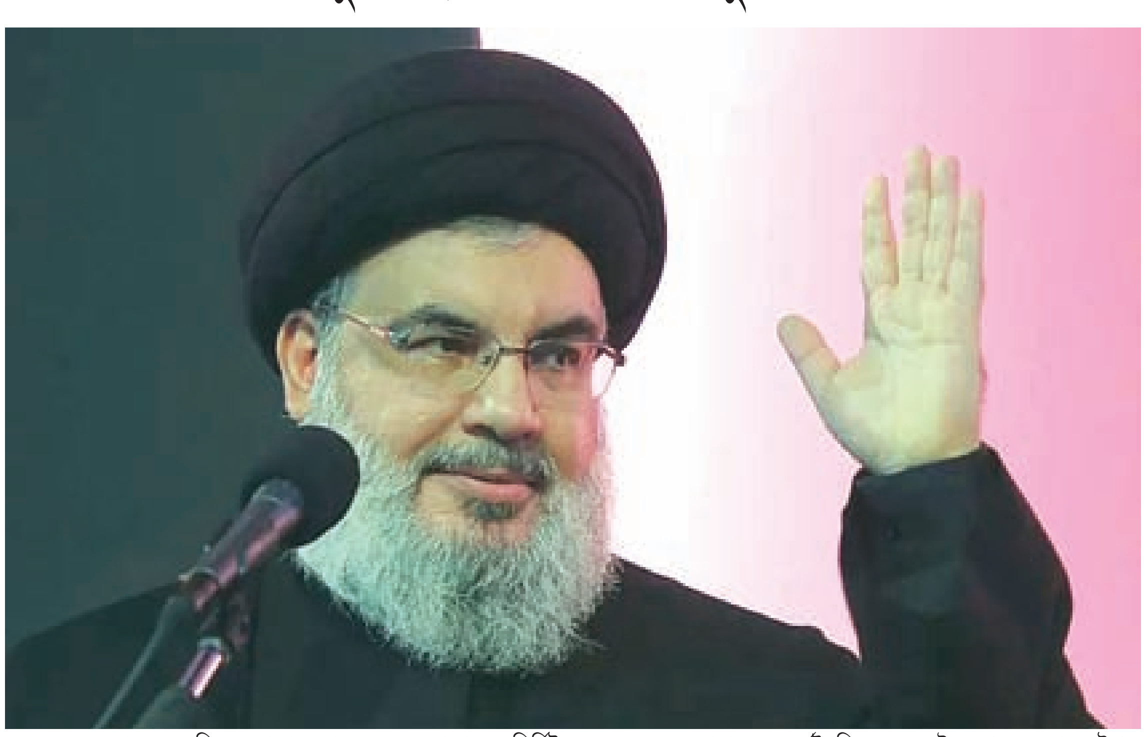

ধরনের সংঘাতে জড়িয়ে পড়া থেকে নিজেদের বিরত রেখেছে।

কিন্তু হেজবুল্লাহ প্রধানের আগ্রাসী বক্তব্যের পর এই পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে বলে ধারনা করছেন বিশ্লেষকরা।

হেজবুল্লাহ লেবাননের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল এবং সেখানকার সবচেয়ে বড় সশস্ত্র বাহিনীও তাদেরই। এর অর্থ তাদের সিদ্ধান্তের ওপর তাদের শত্রু ও মিত্র দুই পক্ষেরই পরবর্তী পদক্ষেপ অনেকাংশে নির্ভর করে।

হামাসের মত হেজবুল্লাহকেও যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের মত পশ্চিমা পক্ষগুলো সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে।

হেজবুল্লাহর উদ্দেশ্য কী?

হেজবুল্লাহর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ইসরায়েলকে ধ্বংস করা। তাদের সমৃদ্ধ অস্ত্রভাণ্ডারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম এমন মিসাইল রয়েছে যা ইসরায়েলের সীমানার ভেতরে বহুদূর পর্যন্ত আঘাত করতে পারে।

হেজবুল্লাহর সেনাবাহিনীতে প্রায় লক্ষাধিক প্রশিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত যোদ্ধা রয়েছে।

ইসরায়েলের সাথে ২০০৬ সালে কয়েক মাস ব্যাপী যুদ্ধে জড়িয়েছিল হেজবুল্লাহ। আবারো সেই ধরনের সংঘাতে জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় লেবাননের অনেকে মানুষই এখন আতঙ্কিত। হেজবুল্লাহ সমর্থকরা ছাড়া লেবাননের সাধারণ মানুষের সমর্থনও নেই যুদ্ধের পক্ষে।

এই মুহূর্তে বড় ধরনের যুদ্ধে জড়ানো লেবাননের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে। বেশ কয়েক বছর ধরেই দেশটি অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে। তার উপর দীর্ঘসময় ধরে রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে সুষ্ঠু ও কার্যকর সরকারও নেই দেশটিতে।

ইসরায়েলের প্রধামন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন যে যদি হেজবুল্লাহ ইসরায়েলের ওপর হামলা চালায় তাহলে তার প্রতিক্রিয়ার মাত্রা হবে 'অচিন্ত্যনীয়।' যুক্তরাষ্ট্রও হেজবুল্লাহর ওপর পুরোদমে হামলা করা থেকে বিরত থাকতে ইসরায়েলকে উপদেশ দিয়েছে বলে খবরে উঠে এসেছে। ঐ অঞ্চলে যেন সংঘাত ছড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ভূমধ্যসাগরে দুটি রণতরী পাঠিয়েছে।

আবার অনেক বিশ্লেষক মনে করেন হামাসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হিজবুল্লাহ ইসরায়েলি বাহিনীর ওপর আক্রমণের তীব্রতা বাড়ালেও তা ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে।

সংঘাত যেন ছড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে বাইডেন প্রশাসন সরাসরি ও পরোক্ষভাবে ইরানকেও সতর্ক করে আসছে। ঐ অঞ্চলের কথিত 'এক্সিস অব রেসিস্ট্যান্স' বা 'প্রতিরোধ বলয়' সবসময়ই সমর্থন করে আসছে ইরান।এই কথিত প্রতিরোধ বলয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিজবুল্লাহ। তারা ছাড়াও ইরাকের কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠী, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ, ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা ও হামাসও এই রেসিস্ট্যান্সের অংশ।

এই জোটের ওপর তেহরানে সরাসরি কতটা ভূমিকা রয়েছে তা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও ইরানের সমর্থন ছাড়া এই জোট বড় ধরনের সংঘাতে জড়াবে না বলে ধারনা করে থাকেন বিশ্লেষকরা।